



রামকৃষ্ণ
কল্পিত

মুত্তর বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি
এ' আজ ১ জানুয়ারি সন্ধ্যাতক উৎসব।
এদিন ভোজবাত থেকেই সার বেঁধে
ভক্তরা দাড়িয়ে রয়েছেন কাশীপুর
উদ্যানবাটিতে। এখানে এদিনেই
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কল্পতরু
হয়েছিলেন। তাই রামকৃষ্ণ
অনুগামীদের কাছে এই দিনটির
বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। শুধু
কাশীপুর উদ্যানবাটিই নয়, রামকৃষ্ণ
ভাবাপেক্ষনের সঙ্গে সম্পৃক্ত
সকলেই এইদিনে পুজোপাঠের মধ্য
এটি শুরু করেন। উদ্যানবাটি ছাড়াও
কলকাতার যোগোদ্যান, মায়ের
বাড়ি, কাতের মন্দির, বলরাম বসুর
বাড়িতেও বহু ভক্ত সমাগম হয়।
তাই থেকে বেদধারী, ভক্তগীতীও
রামকৃষ্ণ ভজনায় দিনটি পালিত হয়।
১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এই
উৎসব শুরু হয়েছিল। যিনি এতদিন
বিছানা থেকে নামতে পারিনিছিলেন না
এই দিনে হঠাৎ তিনি একা একা তাঁর
ঘর থেকে হেঁটে হেঁটে সবার সঙ্গে
বাগানে এর আব্রুযুক্ত এখনি
দাড়িয়ে আছেন। চোখে মুখে বেঁধে
হুটি ভক্তরা দেখতে পেয়ে ঘর থেকে
ছোট আসছে সবার আশ্রিত যুগের
ঠাকুর এক ভক্ত তথা আধুনিক মাসের
এশিয়া মহাদেশ এর প্রথম নাট্যকার
গিরিশ চন্দ্র মায়। বিভিন্ন কাশীপুর
এই উৎসব পালিত হলেও জায়গার
উদ্যানবাটিতে এই উৎসব
মহানামারোহে পালিত হয়। এখানেই
রামকৃষ্ণ পরমহংস জীবনের
শেষদিনটি অতিবাহিত
করেছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের
অনুগামীরা এই উৎসবকে ঠাকুরের
বিশেষ উৎসবপালিত অন্যতম উৎসব
হিসেবে গণ্য করেন।

নববর্ষে
সকলকে
শুভেচ্ছা
জানালেন
মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি
: কালের নিয়মে পুরনো হয়েছে



১০২২। এসেছে নতুন
নববর্ষের প্রথম
দিনেই সন্ধ্যাকে শুভেচ্ছা জানালে
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায় ফেসবুকে নতুন
বছরের শুভেচ্ছা ছবি তাকে
লেখা হয়েছে, নতুন বছরে আনন্দ,
সুস্বাস্থ্য, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ
হোক সকলের জীবন। শুভেচ্ছা
জানিয়েছেন তৃণমূলকেন্দ্রের সর্বভারতীয়
সাধারণ সম্পাদক অভিষেক
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফেসবুকে পোস্ট
করা ছবিতে লেখা হয়েছে, নতুন
বছরে পা দিয়েছি আমরা। তার
আগে পুরনো বছরকে মনে রাখি ও
সকল স্মৃতি থাকি। গত বছরের মতো
আপনার এই বছরটিও সুখ, সমৃদ্ধি
ও সাফল্যে ভরে উঠুক।

হয়তো মমতার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে
পায়, বিজেপিকে খোঁচা অভিষেকের

মুহুর্ত বাতা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি
 ৯ কেম্‌ড সরকারের নতুন রেল
 উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা
 বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বিজেপি
 কর্মীদের স্লোগান থিরে উঠল হয়
 রাজা রাজনীতি। তীব্র বিতর্কে মুখ
 পূর্বে বিজেপির অদ্বৈতও দেখা দিল
 দ্বন্দ্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের চারুয়ে এই
 ঘটনার পরে তীব্র সমালোচনা
 ওঠার পথে। এবার এ নিয়ে গেরা
 শিবিরকে তীব্র আক্রমণ করলেন
 অভিজেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি
 অনুষ্ঠানের লজ্জাও হলো আচরণ
 অত্যন্ত লক্ষ্যজনক বলেই দাবি
 দিলে। পাশাপাশি বিজেপিকে খোঁচা
 দিয়ে তৃণমূল সাংসদ বলেন, মমতা
 বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে হস্তোতা
 ঈশ্বরকে দেখতে পান বিজেপ
 কর্মীরা। সেই কারণেই তাঁকে দেখলে
 এই স্লোগান মুখে এসে যায়।
 প্রসঙ্গত গত ৩০ ডিসেম্বর হাওড়া
 ষ্টেশনে উদ্বোধন হয় বন্দে ভারত
 এক্সপ্রেসের। যেখানে আমন্ত্রিত
 ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা
 বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী
 অনুপস্থিত পৌঁছে উইজেপ
 কর্মীদের দিক থেকে উড়ে আসে
 “জয় শ্রীমাম” স্লোগান। যার জেরে
 কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও
 আর মূল মঞ্চের ওঠেননি
 “আমানানিত” মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি
 কর্মীদের আচরণের প্রতিবাদ জানান
 দিলেনই সাংসদ সুভাষ সরকার।
 তিনি সকলকে শান্ত হওয়ার কথা
 বলেন। এ নিয়ে দলের অদ্বৈতও

পরবর্তীতে কোন্‌দল শুরু হয়। এবার এ প্রসঙ্গে বিজেপিকে একহাত নিলেন অভিষেক।



কোনও সরকারি অনুষ্ঠানে দেখেছেন
তৃণমূল জিন্দাবাদ বলতে?
বন্দেমাতরম, জয় হিন্দ, জয় বাংলা
বলন। কিন্তু অনায়াসে আমন্ত্রণ

‘অপেক্ষা করুন সময়মতোই
দরজা খানিকটা খোলা হবে’

ভবনের ভিতপুজোয় হাজির হয়ে
 অভিষেক বলেন, এহেন আচরণেই
 বোঝা যায়, বিজেপি দেউলিয়া।
 কোনও দল দেউলিয়া হয়ে গেলেই
 এধরনের আচরণ করে। তাঁর প্রশ্ন,

জানিয়ে এমন আচরণ করা অত্যন্ত
লজ্জার। নাহলে হয়তো ওরা মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ঈশ্বরকে
দেখতে পায়। তাই তাঁকে দেখলেই
জয় শ্রীরাম বলে ওঠে ডিসেম্বরের

গোড়ায কাঁথির সভা থেকে দলে
যোগদানের জন্য তৃণমূলের 'দরজা
খোলা'র কথা বাতৈজেনে দলের
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর নতুন
বহুরের প্রথম দিন ফের সেই জল্পনা
উসকে দিলেন তিনি। রবিবার
ভিলজলা এলাকায় তৃণমূল ভবনে
ভিত্তিপুঞ্জের পর সাংবাদিকদের
মুখোমুখি হন অভিষেক। তাঁকে
সাংবাদিকরা দরজা খোলা নিয়ে প্রশ্ন
করেন। সেই উত্তরে অভিষেকের
তাপর্বর্ণপূর্ণ মন্তব্যে, আপনারা কি
অপেক্ষা করছেন কবে দরজা
খুলবে? রাজনীতিতে সব কিছু
টাইমিং আছে। সময়মতোই দরজা
খোলা হবে। আগেই ঘোষণা করা
হয়েছিল, জানুয়ারির ২ তারিখ
তৃণমূলের কর্মসমিতির জরুরি বৈঠক
রয়েছে নাজকল মধ্যে। ৩৫০০
প্রতিনিধি আমন্ত্রিত। ওইদিনই
অন্যান্য দল থেকে গুরুত্বপূর্ণ
নোতাদের তৃণমূলে যোগদানের
জল্পনা উসকে উঠিলো। কিন্তু এদিন
অভিষেকের মন্তব্যে সেই জল্পনায়
খানিকটা জল ঢালল। অভিষেক
আলোচনাসভা 'টাইমিং'এর কথা
শোনও জানালেন, সোমবার দলের
যে মিটিং আছে তাতে মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দিক নির্দেশ
দেবেন। সর্বস্বত্তের প্রতিনিধিরা
থাকবেন। আপনারা নজর রাখুন।
তৃণমূলের সর্বস্বত্তের কবীরা সেটা
পালন করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে
বাঁপিয়ে পরবেন।

দেশবাসীকে নতুন
বছরে শুভেচ্ছা
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর



নয়াল্লিঙ্গ, ১ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরে স্বাগত জানাল দেশ। নতুন বছরে প্রথম সকালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুখার্জী প্রথমলিঙ্গ নরেন্দ্র মোদি। নতুন বছরে দেশের একা এবং অশুভতা বর্জন রাখার কথা বললেন রাষ্ট্রপতি। পরলা জানুয়ারির সকালে টুইটবাতায় দেশবাসীকে শুভকামনা জানিয়ে টুইটা রাষ্ট্রপতি লেনেন, সকলকে শুভ নববর্ষ। সমস্ত গড়কান জাণিয়ে প্রাসী ভারতীয়দের শুভেচ্ছা। ২০২৩ আমাদের জীবনে নতুন অনুপ্রেরণা, লক্ষ্য এবং কৃতিত্ব নিয়ে আসুক। আসুক। আমরা একা, অশুভতা এবং সকলকে নিয়ে উন্নয়নে ফের একবার নিজেদের উৎসর্গ করার সমকক্ষ করি। নতুন বছরের সকালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি নরেন্দ্র মোদি। টুইটে তিনি লেখেন, সকলের ২০২৩ সাল খুব ভালো কাটুক। নতুন আশা, আদর্শ এবং অফুরন্ত সাফল্যে সবার মুগ্ধ হোক। নতুন বছর ভরে উঠুক। নতুন বছরে সকলের সুস্বাস্থ্যের কামনা করি। কেউই সামরিক বাণিন্য পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাডিত সিঙ্কিয়ার জন্মদিনে টুইট বার্তায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রথমমন্ত্রী। লিখেছেন, ক্ষেত্রীয়া মন্ত্রী জ্যোতিরাডিত সিঙ্কিয়ার্জকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। বিমান পরিবহনকে আরও প্রাণান্ত করতে এবং ইস্পাত ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি কাজ করে চলেছেন। ঈশ্বর তারকৈ দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবন দিন। এমনকি এমন মণিপুুরের মধ্যবাসীকেও জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রথমমন্ত্রী। মোদি।

মহারাষ্ট্রে জিন্দগদেব

কারখানায় ভয়াবহ আগুন

নাসিক, ১ জানুয়ারি ৪ বছরের বৃক্কেই ডায়াহ অগ্রিকান্ড। নাসিকের ঘণ্টা মন্দিরে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সকলেই বার বার প্রশ্ন করছেন, কারাখানা? ভিতরে কতজন শ্রমিক আটকে রয়েছে? তাদের কি বাচানো সম্ভব হবে? ঘণ্টানীচ ঘটেছে মহারাষ্ট্রের নাসিকে। জিন্দল গোয়ারী প্রাঙ্গিক তৈরির কারখানা। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, বয়লার ফেটে আঙুন লাগার পরেই এই ঘটনা। জানা গিয়েছে, ১ মহিলা শ্রমিকেরও বৃক্কে ডায়াহ হয়েছে। ৭৪ শতাংশ পুড়ে যান তিনি। দুর্ঘটনায় প্রকৃতভাবে জখম হয়েছে কমপক্ষে ১০ জন শ্রমিক। এদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। নাসিক শহরে থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে মুন্ডগাঁও গ্রামে রয়েছে জিন্দল গোয়ারী প্রাঙ্গিক তৈরির এই কারখানাটি। রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানে কারখানা চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। তীব্র শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা গ্রাম। আতঙ্কিত হন স্থানীয়রা। বার পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। জানা গিয়েছে, ওই কারখানায় সাধারণত প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ জন কর্মচারী কাজ করেন। বৃক্কের কারণে রবিবার তুলনায় কম লোক ছিল।

সস্তা হবে সোনা!

প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : গত জুলাই মাসেই সোনায় আমদানি কর বাড়িয়ে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ১০.৭৫ শতাংশ থেকে তা লাফিয়ে বেড়েছে ১১.৫ শতাংশ। যেখানে ৭.৫ শতাংশ শুষ্ক কর দিতে হত তা বেড়ে দাঁড়িয়ে ১২.৫ শতাংশ। কিন্তু এবার স্বর্ণ ও অন্যান্য শিল্পমহলের প্রস্তাব মেনে বাণিজ্য মন্ত্রক অর্থ মন্ত্রকের কাছে পাঠ্য প্রস্তাব দেয় আগামী বাজেটে কমানো হবে আদানি দান। উদ্দেশ্য, রপ্তানি ও নির্মাণ শিল্পের বৃদ্ধি ঘটানো। উল্লেখ্য করা যেতে পারে, গত বছর বেশ কানুন সোনার দামে পরিবর্তন হয়েছিল। মে মাসেও মহামূল্যবান রত্নটির দাম বেড়েছিল। এরপরই সোনার চাহিদার লাগাম টানার উদ্দেশ্যে আমদানি কর বাড়ানো হয় প্রায় ৫ শতাংশ। এক বিনিয়োগ সংস্থার তরফে দেওয়া বাজারদার অনুযায়ী, আগে ১০ গ্রাম সোনার দাম ছিল ৫০.৩৬ টাকা। জানা গিয়েছে, একই পরিমাণ সোনা কিনতে হলে বাড়তি ১০৮৮ টাকা খরচ হয়। ফলে পকেটের উপর চাপ বাড়ে। আসলে বিশ্ববাজারে সোনা আমদানিতে ভারত কতটুকো বিতীয় স্থানে রয়েছে। তাই এই চাহিদায় রাশা টেনে অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্তে বাধ্য জানতে পারা গিয়েছে। একে এবার করের বোঝা কমানোর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছে সরকার। কেননা জুলাই থেকে সেন্টেম্বরের মধ্যে ভারতের সোনার আমদানি ২৬ শতাংশ করে গিয়েছে। শুষ্ক কর ১২.৫ শতাংশ থাকলে কমিয়ে ১০ শতাংশ করার কথা বিবেচনা করতে অর্থ মন্ত্রকের তরফে সুপারিশ করা হয়েছে। এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি অর্থ মন্ত্রকের মুখপাত্র। একই সঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফেও জবাব দেওয়া হয়নি। কিন্তু সুপারিশকে ঘিরে জল্পনা বৃদ্ধি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় এই সুপারিশ মনো শুষ্ক কমানো হলে নিশ্চিত ভাবেই গ্রাহকার সন্তি পানো বলে মনে করা হচ্ছে।

নতুন বছরের শুরুতেই অস্বস্তিতে
মোদি সরকার, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি

ন্যাসাদিল্লি, ১ জানুয়ারি : ২০২০
সালে লকডাউনের জন্য দেশে
কোরোভাইরাস ছেড়েছে। পরিস্থিতি
খানিক সামলতো তা সামলাতেই
এসে পড়েছিল ভয়ঙ্কর ক্রোনার
দ্বিতীয় ঢেউ। সেই থেকে ক্রমেই
কেন্দ্রে মধ্যাখ্যার অন্যতম কারণ
হয়ে দাঁড়িয়েছে বেকারত্ব। এবার
ডিসেম্বরে দেশের কোরোভাইরাস
৮-৩ শতাংশে পৌঁছেছে তৈরি হল
নামা নজিরা। গত ১৬ মাসের মধ্যে
এই হারই সর্বোচ্চ বলে জানতে
পারি গিয়েছে। 'সেন্টার ফর
মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি' তথা
CMIE এই নতুন হিসেব পেশ
করেছে। সেই হিসেব থেকে দেখা
যাচ্ছে, নভেম্বরে এই হার
দাঁড়িয়েছিল ৮ শতাংশ। একমাসেই
তা একধাক্কায় ০.৩ শতাংশ বেড়ে
গিয়েছে। এর মধ্যে শহুরে
বেকারত্বের হার ১.০১ শতাংশ

ততটা খারাপ নয় কিন্তু। একে তো
শ্রমিকের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে।
তার উপর কর্মসংস্থানের হার
ডিসেম্বরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭.১
শতাংশে। যা ২০২২ সালের



জানুয়ারি থেকে ধরলে সর্বোচ্চ।
উল্লেখ্য, অর্থনীতির ওপর করোনার
দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাব আশঙ্কার
থেকেও অনেক বেশি হয়ে
গিয়েছিল। ফলে ২০২০ সালের
এপ্রিল ও মে মাসে বেকারত্বের
ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছিল। সেই
থেকে পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ

বাড়াচ্ছে। উল্লেখ্য, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুবর রাজন এর আগে মুখ খুলেছিলেন দেশের বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের খারাপ পরিস্থিতি নিয়ে। তার বক্তব্য, যদি ভারতে বেকারত্বের হার বেশি থাকে তবে সুযোগ নেবে ‘উদ্যমী’ রাজনীতিবিদরা, তাঁরা কর্মসংস্থানের মতো প্রকৃত সমস্যা থেকে মুখ ঘুরিয়ে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করার প্রবণতা দেখাবে।

এই নবান্ন দেশের জন্য জাতিসংঘ,
জাতির জনক অশোক বসু কর্তৃক
আগে অমৃত ফড়ণগিস এ
বলেন, ভারতের রাষ্ট্রপিতা দু'জন। এ
কিমান্তি আপেকার দিনের। আর নবীন
নরেন্দ্র মোদী। বস্তুত ঘুরিয়ে মোদীর
সারিতাই বসিয়ে দিয়েছেন মহারাষ্ট্র

২০২৩ - এন

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : ২০২৩
পরে গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে
জাতীয় রাজনীতিরও পরিবর্তন
আসতে পারে বলে কেউ কেউ মনে
করছে। কারণ এই বছরেই
মেট্রা ১৮ রাজ্যের নির্বাচন। যার
ফলাফল নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে করা
হচ্ছে। ২০২৪-এ লোকসভা
নির্বাচন, তাই তার আগে এই
নির্বাচনকে ঘিরে তাপউত্তাপ
বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে এই
নির্বাচন চিহ্নিত করে দেবে
রাজসভা নির্বাচন ও জাতীয়
রাজনীতির গতিপ্রকৃতি। এই বছর
নির্বাচন যে রাজ্যগুলোতে হবে তা
হল মধ্যপ্রদেশ- ২০১৮ সালে
যখন বিজেপিকে কড়া টক্কর দিয়ে
ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস তখন

সেই। আরছে।
অবদানই নেই।
করাটি বেশ তা
রাফল গান্ধীর গা
তাল বক্তৃতা ছিল
হিসাবে সামহল
আপন্ত থাকবে।

সীমিত। রাষ্ট্রপতি সন্দ্রামে মৌলভী
শ্রীশের এই সূত্রে বিজেপিকে আক্রমণ
করেন। একদিন আগেই নীতীশ কুমার
মন্ত্রিসভার দাবিকে সমর্থন করেছিলেন।
কংগ্রেস যদি রাহুলকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ
বানতে চায়, তাতে তাঁর কোনও

২০২৬ -এ ৯টি রাজ্যে ভোট, জাতীয় রাজনীতির পরিবর্তন হবে কি?

নয়াপল্লি, ১ জানুয়ারি : ২০২৩
পরে লেগে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে
জাতীয় রাজনীতিরও পরিবর্তন
আসতে পারে বলে কেউ কেউ মনে
করছে। কারণ এই বছরেই
মেট্রিটি রাজ্যের নির্বাচন। যার
ফলাফল হিসেবে ভাবেই অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে করা
হচ্ছে। ২০২৪-এ লোকসভা
নির্বাচন, তাই তার আগে
নির্বাচনের ঘিরে তাপত্তাপ
বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে এই
নির্বাচন চিহ্নিত করে দেবে
রাজনীতির নির্বাচন ও জাতীয়
রাজনীতির গতিপ্রকৃতি। এই বছর
নির্বাচন যে রাজ্যগুলোতে হবে তা
যখন মধ্যপ্রদেশ- ২০১৮ সালে
যখন বিজেপির কড়া টক্কর দিয়ে
ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস তখন

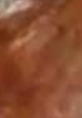
তাবা যায়নি মাত্র ১৫ মাসের মধ্যে
কী পরিস্থিতি হতে চলেছে।
আচমকই ২৩ জুন ধাওয়াক
কংগ্রেস ছাডেনে জোঁতারিপিত।
সিদ্ধিয়ার নেতৃত্বে। যার ফলে
রাতারলৈ সাখাগরিষ্ঠতা হারায়
কলম নাথের সরকার। শেষ পর্যন্ত
২০০৫ সালে থেকে ২০১৮ সাল
পর্যন্ত রাজ্য শাসন করা শিবরাজ
সিং চৌহান ফের ক্ষমতায় ফেরেন।
এই বছরের শেষে মধ্যপ্রদেশের
২৩০ সদস্যের বিধানসভা নির্বাচন।
যা চৌহানের কাছে বিরাট পরাজয়
বলে মনে করা হচ্ছে। রাজস্থান-এই
রাজ্যের রাজনীতিতে একটি
বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্য হল,
এখানে কখনওই সরকার পুনরাবৃত্ত
হয় না। ২০১৮ সালে কংগ্রেস
ক্ষমতায় এসেছিল বাদশাহ বাজে

সরকারের পতন ঘটিয়ে। এবার ফের নির্বাচন। আর তাকে ঘিরেই প্রশ্ন উঠছে, গেহলট সরকার কি



ক্ষমতা থেকে সরে যাবে? ফের
পদ্মফুল ফুটবে রাজস্থানে?
ডিসেম্বরে ২০০ সদস্যের রাজস্থান

বিধানসভা নির্বাচন। কংগ্রেস কি
গেহলট-শচীন পাইলট দ্বন্দ্ব সামলে
ক্ষমতায় ফিরবে? নাকি গেরুয়া



শিবির ক্ষমতায় থেকে যাবে।
ছত্তিশগড়-এই বছরেই আবার
সকালের নাজর থাকবে ছত্তিশগড়।

বিধানসভা নির্বাচনের দিকে। এর আগে বার ৯০ আসনের মধ্যে ৬৮টিতে জিতে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিলো। নির্দোষ বিজেপি থেকে শেষ হয়েছিল গেরুয়া শিবিরের কাছে। ১৫ বছরের শাসনা কিন্তু তেঁদেরই। তারাই ক্ষমতা থাকবে, এমনটা বার্মা যাচ্ছে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী টিএস সিং দেয়েরই মধ্যে সম্পর্ক খুব কাঠিন্য পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কংগ্রেসের জন্য ফলে বিজেপি ক্ষমতায় পাল্লা খানিকটা ভারী বলে মনে করা হচ্ছে। কর্ণাটক-শনিবারই কর্ণাটকে দক্ষিণে বিজেপির প্রবেশের দ্বার বলে বর্ণনা করেছে অমিত শাহ। ২০১৯ সালে কংগ্রেস ও জেডিএস সরকারে

● ● ● ৩ পাতায়

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় শিয়াখালা,১ জানুয়ারি : সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস হুগলি জেলা জুড়ে অনুষ্ঠিত হলো। এই



উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ স্তর থেকে ব্লক স্তর ও জেলা পর্যায়ে তৃণমূলের দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। হরিপাল ব্লকে পতাকা উত্তোলন করেন হরিপালের বিদায়ীকা ডাক্তার করবি মাল্লা হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই উপলক্ষে হরিপাল ব্লক জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি স্বরূপ মিত্রের উদ্যোগে হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালের রোগী,ডাক্তারবাবু সহ কর্মীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সিঙ্গুর ব্লক এবং বিভিন্ন পঞ্চায়েতে সকালে তৃণমূলের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ডানকুনি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তৃণমূলের ২৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই উপলক্ষেএক অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মাল্লা বলেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই ২৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে হুগলি জেলাতেও প্রতিবেক্ষীদের সহায়ক সামগ্রী প্রদান সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের পাশে থেকে জনসংযোগ বাড়ানো হচ্ছে। বদমে ভারত এক্সপ্রেস চালু নিয়ে তৃণমূল বিজেপির মধ্যে যে তরঙ্গ হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বেচারাম মাল্লা বলেন এটা ওদের গিনিপিক ছাড়া কিছুই নয়,আগের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে এই প্রকার অবতারণা সৃষ্টি করা হলেও আমাদের রুখতে পারেনি আমরা বিধানসভায় পূর্ণ ক্ষমতায় ফিরে এসেছি। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত রেলের উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিল তার মধ্যে আরামবাগ বিহুপুৰ রেল পথ এখানে চালু করতেই পারেনি এছাড়া গরীবদের জন্য যে মাছলি টিকিট প্রকল্প ছিল তাও তুলে দিয়েছে। এতে করে বেদা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার উন্নয়নে বিজেপি কতটা তৎপর। তিনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমরা মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়নমূলক কর্মসূচি কে জনপণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং আরো বেশি মানুষকে উন্নয়নের আগুতায় আনতে এই ২৬ তম তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আরপিএফ যাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, ইস্টার্ন রেলওয়ে যাত্রীদের সর্বাঙ্গিক সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টায়, যাত্রীদের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়্য প্রদান করে যখন পরিস্থিতির প্রয়োজন হয়। তারা সদা সর্বদা নিরাপত্তার জন্য তাদের নিরাময়ের হাত বাড়িয়ে দেয়। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা যেখানে আরপিএফ তার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা চালিয়েছে তার বিস্তারিত নিম্নরূপ-১. ৬০.১২.২০২২ তারিখে, অপারেশন নানুহ ফারিশতেএর অধীনে, আরপিএফ পোস্ট বর্ধমানের আধিকারিকরা বর্ধমান রেলস্টেশনে লক্ষ্মহীনভাবে চলাফেরা করা একটি কিশোর ছেলে এবং একটি কিশোরী মন্যেকে উদ্ধার করেছে। তদন্তের পর, তাদের আরও নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ ডকুমেন্টেশনের অধীনে চাইল্ড লাইন বর্ধমানে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২. ২৯.১২.২০২২ তারিখে, অপারেশন ডিগনিটিএর অধীনে, ১৬০২১ ইউপি (মিথিলা এক্সপ্রেস) এর ট্রেন এসকর্ট আধিকারিকরা জসিডহি রেলওয়ে স্টেশনে উপরের ট্রেনে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করা এক মহিলা ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছেন। অনুসন্ধানে, জানতে পারা গেছে যে পারিবারিক কলহের কারণে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং যথাযথ যাচাইকরণ ও শনাক্তকরণের পরে আরপিএফ পোস্টজসিডিহএর মাধ্যমে ৬০.১২.২০২২ তারিখে তার পিতামাতার সাথে পুনরায় একত্রিত হয়েছিল।

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রের ৭৯তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান দিবস অনুষ্ঠান



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : মধ্য কলকাতায় রাজা রামমোহন সর্বাঙ্গিতে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রের ৭৯ তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে ডাকফরি হাসপাতালের সামনে প্রদেশ কংগ্রেস আইএনটিউইসি(সেবাদল) ও ৪৮ নম্বর ব্লক কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৫২ জন এখানে রক্তদান করেছেন। প্রদীপ ভট্টাচার্য,কৃষ্ণা দেবনাথ,ইসরান খান,শংকর হাজরা, রফিকুল ইসলাম,প্রমোদ পাণ্ডে,ভীমসেন বাইক,দুই মাসেন,সহ অন্যান্যরা সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেনসেবাদলের সভাপতিপ্রমোদ পাণ্ডে। উপস্থিত ছিলেন।

পরিবর্তন হবে কি

১-র পাতার পর
মধ্যে ডাঙন ধরলে বিজেপি দখল করে মসনদ। কিন্তু এবার রাজ্যে ক্ষমতা পূর্ণাঙ্গভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছে কংগ্রেস। আর দলের সভাপতি খাড়গের রাজ্য। তাই নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন তারা।

তেলেঙ্গানা- গত ৫ অক্টোবর কে চন্দ্রশেখর রাও তার দলের নাম তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি থেকে ভারত রাষ্ট্র সমিতি। যা থেকে পরিস্ফুর, এবার জাতীয় রাজনীতিতে ঝড় তুলতে চান তিনি। ২০২৪ সালের নির্বাচনে মোদির বিরুদ্ধে জোটের অন্যতম মুখ থাকবেন তিনি। কি হয় সেই দিকেই তাকিয়ে সবাই।

ত্রিপুরা-২০১৮ সালে ২৫ বছরের বাম শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়ে বিজেপি যখন এই রাজ্যে সরকার গঠন করে তখন মুখ্যমন্ত্রী হন বিপ্লব দেব। কিন্তু এই বছরের মে মাসে বিপ্লবকে সরিয়ে মনিক সাহা মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসায় বিজেপি। এবছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে শীর্ষ নেতাদের মধ্যে মতান্তর ঘিরে দ্বিধাশ্রমেই বিজেপি। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস এখানে ক্রমশই লম্বিত্রয় হচ্ছে। ফলে এই বছর বিধানসভা নির্বাচনে জেতাটা অণাশয় হবে বলে মনে হচ্ছে না।

মেঘালয়-২০১৮ সালে এক বৃহত্তম দল হিসেবে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস। জেতে ২১টি আসনে। কিন্তু অটোইই মাত্র দুই আসনে জেতা বিজেপি শেষ পর্যন্ত ১৯ আসনে জয়ী এনপিপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার বানায়। এবার তাই ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠেছে জাতীয় কংগ্রেস।

নাগাল্যান্ড-২০১৮ সালে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও বিজেপির জোট ২৯ আসনে দিতে এখানে ক্ষমতায় বসে। কিন্তু গত বছর বিরোধী নাগা পিপলস ফ্রন্ট জানিয়ে দেয় তারাও সরকারে যোগ দেবে। ফলে শেষ পর্যন্ত বিরোধীরাই হয়ে পড়ে নাগাল্যান্ড। জমে উঠছে রাজ্যরাজনীতি। মিজোরাম-উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট। প্রশ্ন উঠছে বিজেপি কি এখানে আসন নিতে পারবে। এখানে ৪০ সদস্যের বিধানসভা নির্বাচন হবে। দেখা যাক কি হয়।

নতুন বছরে শহরে উর্ধ্বমুখী পারদ, হালকা শীতের আমেজ নিয়েই নতুন বছরকে স্বাগত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : সামান্য বাড়ল কলকাতার তাপমাত্রা। বছরের প্রথম দিনও জাকিয়ে শীত অথরা। হালকা শীতের আমেজ নিয়েই নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছে শহরবাসী। এদিকে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে শহরের আকাশ। কমেছে দৃশ্যমানতা। রবিবার সকালে কলকাতা শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে চার ডিগ্রি বেশি। বছরের শেষ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ থাকতে পারে ৪২ থেকে ৯১ শতাংশের মধ্যে। সকাল থেকেই কুয়াশার দাপট বজায় রয়েছে শহরে। বেশ কিছু অংশে দৃশ্যমানতা একেবারেই কমে গিয়েছে। দূষণের পরিমাণ বেড়েছে শহরজুড়েই। শব্দবাজির দাপটও কলকাতার দূষণসূচকের মাত্রাও খারাপ দিকে গড়িয়েছে। বিধিনিষেধকে ত্যোয়ান্না না করেই রাতভর শব্দবাজি

মধ্যরাতে নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে ফাটল দেদার শব্দবাজি, বর্ষবরণের উন্মাদনা শহরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : আজ ১ জানুয়ারি, ইংরাজি



নববর্ষ। ইংরেজি নতুন বছরকে স্মরণীয় করতে এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মধ্যরাতে যে শব্দবাজির তাণ্ডব হল শহরে তাতে অকাল দেওয়ালি বলে মনে করলেন মহানগরবাসী। রাত ১২টার পর শুরু হল নতুন বছরের উদ্‌যাপনে মানুষের উন্মাদনা।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে কল্পতর উৎসব

গোপাল রায়,আরামবাগ, ১ জানুয়ারি : ১৮৮৬ সালের আজকের দিনে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কল্পতর উৎসবের আয়োজন। তিনি তাঁর অনুগামীদের কাছে নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন সকলে চৈতন্য হোকতার পর থেকে আজকের দিনটি কল্পতরু উৎসব হিসাবে পালন করা হয়। হুগলি কামারপুকুর ওসমন্ত রামকৃষ্ণ মঠের পাশাপাশি রামকৃষ্ণের ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরেও পালন করা হয় এই দিনটিভোরে মঙ্গল আরতি দিয়ে শুরুসারাদিন চলবে পূজা পাঠ ও ভক্তিমূলক গান। ঠাকুরের কথামৃত পাঠ। আরতির মধ্য দিয়ে এই কল্পতর উৎসব পালিত হয় কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে। পয়লা জানুয়ারি রবিবারসকাল থেকে দর্শনাধীদের ভিড় বাড়তে শুরু করে।বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে ভক্ত সমাগম। এই কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে ভক্তদের জন্য প্রোগ্রামি ও ব্যবস্থা করা হয়েছে ভোগ হাজারে বেশি। এই কল্পতরু উৎসবে বহুদূরাত থেকে ভক্তরা এসে থাকেন রামকৃষ্ণ জন্ম ভিটেতে। এমনও কি প্রতিটি জেলা থেকে মাধ্যমজেনেরা এই দিনটিতে ভিড় জমায়।

ভক্ত দর্শনাথীদের ভীড় বেলুড় মঠে

দুরন্ত বার্তা, বেলুর, ১ জানুয়ারি : বড়দিনের মতোই নতুন বছরের প্রথম দিনেও ভক্ত দর্শনাথীদের ভীড় হলো বেলুড় মঠে। ইংরেজি নববর্ষের পয়লা জানুয়ারির সকাল থেকেই বেলুড় মঠেও প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। কালীপুত্র উদ্যানবাটী ও দক্ষিণেশ্বরের মতো বেলুড় মঠেও কল্পতরু উৎসবের দিন ভীড় লক্ষ্য করা যায় সকাল থেকেই। অনেক দূরদূরান্ত থেকেই ভক্ত ও দর্শনাথীরা এসেছিলেন মঠে। একে কল্পতরু উৎসব, তার পাশাপাশি নতুন বছরের প্রথম দিনের ছুটি উপভোগ দুয়ে মিলে যেন জন্মজন্মটি ছিল এদিন। বেলুড় মঠেও ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজো হয়। ১৮৮৬ সালের এই দিনেই কল্পতরু হয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে এদিন বেলুড় মঠেও বিশেষ পূজোর আয়োজন করা হয়।

ফাটানো হয়েছে শহরের সর্বত্র।

হাওয়া অফিসের তরফে জানান



হয়েছে, সকালের দিকে শিরশিরে ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির বদল ঘটবে। আজও সকাল থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢাকা শহর। তবে বেলা বাড়তেই কুয়াশার প্রভাব কমেবে বলেই জানাচ্ছে

আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে বাতাসে



আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৯১ শতাংশ। এর আগে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে বেঙ্গে তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কাটতেই ফের কমতে থাকে শহরের তাপমাত্রা।

বর্ষবরণের রাতে বিধিভঙ্গের অভিযোগে কলকাতায় গ্রেফতার ৫৪০, বাজেয়াপ্ত ৮০ লিটার মদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : বর্ষবরণের রাতে কলকাতার প্রতিটি রাস্তায় ভিড় যে বাড়বে অনেকটা, তা আগেভাগেই আঁচ করতে পেরেছিল প্রশাসন। তার জেরে আটসাঁট নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল শহরকে। তা সত্ত্বেও বিভিন্নভাবে বিধিভঙ্গের অভিযোগে ৫৪০ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বাজেয়াপ্ত ৮০.৪ লিটার মদ। রবিবার কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর দায়ে ধৃত ১৪৮জন। হেলমেটহীন বাইক আরোহী মোট ৯৫ জনকে পাকড়াও করা হয়েছে। অতি ক্রতবেগে গাড়ি চালানোর দায়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ছে ১৮৭ জন। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর সময় পুলিশ ১৭৯ জনকে আটক করেছে। এছাড়া নানা অভিযোগে পাকড়াও অন্তত ৫৫ জন।

নিরাপত্তার স্বার্থে কলকাতা পুলিশ রবিবার পার্ক স্ট্রিটকে ৪টি সেক্টরে ভাগ করেছে। সেখানে দায়িত্বে রয়েছেন সাতজন ডিসি। ১১টি

ওয়াচ টাওয়ার থেকে নজরদারি চালানো হচ্ছে। রয়েছে ড্রেনের



ব্যবস্থাও। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ পার্ক স্ট্রিটে আসেনা। তাদের সহায়তার জন্য রয়েছে ১৫টি পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ। বছরের প্রথমদিনে রয়েছেন মোট ২৬০০ জন পুলিশ। যানজট রুখতে পার্ক স্ট্রিটকে 'নো পার্কিং জোন' করা হয়েছে। 'ওয়ান ওয়ে' গাড়ি চলবে। পার্ক স্ট্রিটে বাইক কিংবা গাড়ি নিয়ে এলে রাসেল স্ট্রিট ও ক্যামাক স্ট্রিটে গিয়ে পার্কিং করতে হবে।

কাশি বিশ্বনাথ সেবা সমিতি মালিয়া পার্কে মানুষের ঢল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১ জানুয়ারি : হুগলি জেলার হরিপাল ব্লকের কাশি বিশ্বনাথ কিবা সমিতি। মালিয়া পার্ক বলে পরিচিত। বছরের প্রথম দিন। এই পার্কে হাজার হাজার মানুষের সমাগম দেখা গেল। শুধু তাই নয়। পার্কে চারিপাশে দেখা গেল পিকনিকের হিরিক রীতিমতো। তাবু খাটিয়ে পিকনিক করা

তোরজোর চলছে চারিদিকে এই পার্ক শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর বাবার মাথায় জল ঢালতে যেতে হলে হরিপালের আগে মালিয়া পার্ক পরে। তাই নয় কয়েকটা রীতিমতো সাজানো গোছানো। আর্কের ভিতরে আছে বিয়ের হনুমানের মূর্তি। এছাড়াও পার্কের ভিতরে নানান ঠাকুরের মূর্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মূর্তি বাচ্চাদের খেলাধুলা নানান সাজানো দেখা গেল। প্রথম দিন বলেই নয়। বছর এই পার্কে লোকের সমাগম থাকে পার্কের বাইরে। পলি থেকে তারকেশ্বর যারা জল নিয়ে যাবে ফল সহ ব্যাগ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই কাশি বিশ্বনাথ সেবা সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হল পূর্ণাধীদের বা অতীদেয় থাকার ব্যবস্থা আছে এই পার্কের ভিতরেই পার্কটা কিন্তু খুব সাজানো গোছানো চোখে পড়ার মতো বছরের প্রথম দিনেই হাজার হাজার মানুষের ঢল দেখা গেল এই এই কাশি বিশ্বনাথ সেবা সমিতি মালিয়া পার্কে হরিপাল হুগলী

জোকা-তারতলা ভাড়ার কাঠামো চূড়ান্ত ন্যূনতম ভাড়া ৫, সর্বোচ্চ ২০

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : জোকাএসপ্লানেড মেট্রো রুটের জোকা-তারাতলা প্রসারিত (পার্পল লাইন) বাণিজ্যিক পরিষেবা ০২.০১.২০২৬ থেকে শুরু হতে চলেছে। রেলওয়ে বোর্ড এই রুটে ভাড়া কাঠামো অনুমোদন করেছে। এই রুটে ভ্রমণের জন্য সর্বনিম্ন ভাড়া হবে রুপি ৫ এবং সর্বোচ্চ ভাড়া হবে টাকা। ২০। এই লাইনের ভাড়া চার্ট নিচে দেওয়া হল-
জোকা ঠাকুরপুকুর সাথের বাজার বেহালা চৌরাস্তা বেহালা বাজার তারাতলা জোকা ০ টাকা ৫- টাকা ১০- টাকা ১০- টাকা ২০- টাকা ২-ঠাকুরপুকুর ৫ ০ টাকা ৫- টাকা ১০-টাকা ১- টাকা ২- সাথের বাজার ১০- টাকা ৫- ০ টাকা ৫- টাকা ১০- টাকা ১০-বেহালা চৌরাস্তা ১০- টাকা ১০-টাকা- ০ টাকা ৫- টাকা ১০-বেহালা বাজার ২০- টাকা ১০- টাকা ১০- টাকা ৫- ০ টাকা ৫-তারাতলা ২০- টাকা ২০- টাকা ১০- টাকা ১০- টাকা ৫- ০। টুরিস্ট স্মার্ট কার্ডের জন্য ছাড় প্রকার খরচ (টাকা) সিকিউরিটি ডিপোজিট (টাকা) বেথন (দিন)।আমি ২৫০- ৮০- ৬ দিনের জন্য আনলিমিটেড ৫০- ৮০- ৫ দিনের জন্য আনলিমিটেড।

রেলওয়ে বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান হলেন অনিল কুমার লাহোতি

১ জানুয়ারিঃ শ্রী অনিল কুমার লাহোতি নতুন চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অফিসার (সিইও), রেলওয়ে বোর্ড (রেল মন্ত্রণালয়)। এর নিম্নগে কমিটিএর চেয়ারম্যান ও সিইও হিসেবে শ্রী অনিল কুমার লাহোতিকে নিম্নোক্তের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।রেলওয়ে বোর্ড। এর আগে শ্রী অনিল কুমার লাহোতি সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন(পরিকাঠামো), রেলওয়ে বোর্ড। লাহোটি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, ১৯৮৪ ব্যাচের অন্তর্গত এবং হয়েছেনভেল-১৭-এর জন্য ভারতীয় রেলওয়ে ম্যানেজমেন্ট সার্টিসের প্রথম প্যানেলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তিনি মাধব হিমসিটিউট থেকে গোল্ড মেডেল নিয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক হয়েছেন,টেকনোলজি অ্যান্ড সারেন্স, গোয়ালিয়ার থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং (স্ট্রাকচার) বিষয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন । তার ৩৬ বছরেরও বেশি কর্মজীবনে তিনি সেন্ট্রাল, নর্দার্ন, নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ের বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। শ্রী লাহোতি এর আগে সেন্ট্রাল রেলওয়ের কোলাহাল হিসেবের অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন। খেনোলহি হিসেবে তার কর্মকালপরিশ্রেক্তিতে সর্বোচ্চ মালবাহী এবং পার্সেল ট্রাফিক অর্জনের জন্য ম্যানেজারকে কৃতিত্ব দেওয়া হয় ।

পথ দুর্ঘটনা কোন্নগরের কানাইপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি নববর্ষকে স্বাগত জানাতে তৈরি সবাই। আনন্দে মেতে উঠেছে সকলেই। একদিকে যখন আগত নববর্ষেরে সন্মিলনে মেতে উঠেছে সকলেই তখন বর্ষশেষের রাতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা। কোন্নগরের কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নেটিরোডে। কানাইপুর বারোয়ারি তলায়। সময় রাত দশটার পর প্রচন্ড গতিতে নীল রংয়ে পালসার মোটরসাইকেল এসে ধাক্কা মারে গুমচাির দোকানে। মোটরসাইকেলটি প্রায় ৪০ ফুট দূরে মিটি দেওয়ালে সাধনে এসে পড়ে। মোটরসাইকেল চালক অভিজিৎ মুখার্জি বয়স ১৮, পিতার নাম মির্ডেন মুখার্জি, ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মোটরসাইকেলের পেছনের আসনে থাকা অপর ছেলোটি গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে কানাইপুর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ এসে। দুজনকে কানাইপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসকরা অভিজিৎ মুখার্জিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অপরজনকে পুলিশ চিকিৎসার জন্য উত্তর পাওয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। নিহত অভিজিৎ মুখার্জির বাড়ি অরবিন্দ রোড, কোন্নগরে। আজ সকালে সৌম্যজিৎ মুখার্জি বয়স ১৯, পিতা লক্ষণ মুখার্জি, বাড়ি কোন্নগর আজ সকালে মারা যায়। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ পোস্টমর্টেমের জন্য দুটি মৃতদেহ শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ জানুয়ারি : দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। শনিবার রাতের এই ঘটনায় প্রতিবেশী দুই যুবকের নাম উঠে আসছে। রবিবার সকালে ক্ষিণ্ড জনতা তাদের একজনের বাড়ি ভাঙচুর চালায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত বালাপাড়ার বাড়িতে মৃত ছাত্রী কোয়েল রায় (১৫) একটি ছিল। এদিন রাত্রে প্রতিবেশী এক আত্মীয় যায় ওই ছাত্রীর বাড়িতে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন কোয়েল ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। তার কিছুটা পাশেই সিলিং থেকে একটি শাড়ি বুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। পরিবারের দাবি তাদের মেয়েকে মনু করা হয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয় দুই যুবকের নাম উঠে এসেছে। যদিও মৃত ছাত্রীর পরিবারের তরফে এখনও কোতোয়ালি থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। অন্যদিকে রবিবার সকালে এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় বালাপাড়া এলাকায়। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে যে দুই যুবকের নাম উঠে আসছে তাদের একজনের বাড়ি ভাঙচুর চালায় উদ্ভেজিত জনতা। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

অভিনব বর্ষবরণ

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জানুয়ারি : মালদা প্রেস এন্ড ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বর্ষবরণ উৎসবের প্রথম বাৎস শতাধিক মানুষদের শীতবস্ত্র বিলি এবং মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হলো। শনিবার দুপুরে মালদা ডিএসএ সংগঠন জয়গায় মালদা প্রেস এন্ড ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষবরণ উৎসব কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতীন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, অতিরিক্ত জেলাশাসক বেভর চৌধুরী। এছাড়াও ছিলেন ইরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান সুমালী আগিরওয়াল, বাবলা সরকার সহ বিশিষ্ট জনেরা। প্রশাসনের উদ্যোগে এদিন শীত বস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করা হয়। দুপুরে বিশিষ্ট অতিথিরা বক্তব্য রাখার পাশাপাশি এদিন জেলা শাসকের হাত দিয়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নতুন বর্ষের একটি ক্যালেন্ডারও প্রকাশ করা হয়। এদিন প্রায় ৫০০ জন দুঃস্থ মানুষকে কম্বলবিলি এবং বসে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। রাত্রে মালদা প্রেস এন্ড ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

পোস্ত সচেতনতা

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জানুয়ারি : সাধারণ মানুষকে অবৈধ পোস্ত চাষ নিয়ে সচেতন করা হচ্ছে মানিকচক পুলিশ-প্রশাসনের তরফে। কিছু অসৎ ব্যবসায়ী পোস্ত থেকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তৈরি করছে নেশা জাতীয় দ্রব্য। সেই পোস্ত থেকেই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আটা জাতীয় মাদকদ্রব্য তৈরি করছে। এর ফলে অনেকেই সেই নেশা জাতীয় দ্রব্য আটা আকারে গ্রহণ করছে। এই নেশার দ্রব্য গ্রহণের ফলে তারা নিজেদের শরীরিক অবস্থার ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে কলুষিত করে। তাই পুলিশ-প্রশাসনের তরফে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা ও অবৈধ পোস্ত চাষের কুফল। মানিকচকের ধরমপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় জনসাধারণকে অবৈধ ভাবে পোস্ত চাষ সম্পর্কে সচেতন করা হয়। মানিকচক থানার আইসি পার্শ্ব সারাথি হালদারের উদ্যোগে আজ ধরমপুরে জগনগকে অবৈধ পোস্ত চাষ বিষয়ে সচেতন করেন মানিকচক থানার এএসআই শৈলেশ চন্দ্র মন্ডল-সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। স্থানীয় জনসাধারণ পুলিশের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ধাবায় চা খেতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের আনন্দে মাতোয়ারা গোটা বিশ্ব। পিছিয়ে নেই বাংলাও। সেই আনন্দের মধ্যেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার বাইগাছি এলাকায়। ধাবাতে চা খেতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাহিক আরোহী ২ বন্ধুর। রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃতরা হলেন অমিত মণ্ডল (২৬) ও রাজ দাস(২৭)। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, কুয়াশার জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দু’জনেরই বাড়ি কালনার বাইগেছি পূর্বা এলাকায়। গুড়াপা এলাকায় একটি ধাবাতে চা খাওয়ানো জন্য দু’জন বাহিকে চেপে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ঘন কুয়াশা থাকার কারণে তাদের বাহিকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। এরপরেই রাস্তার ধারের একটি জমিতে পড়ে জনম্ তারা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু সহ দু’জনের। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালের নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে পরিবারে। ঘটনার খবর পেয়ে এদিন কালনা মহকুমা হাসপাতালে হাজির হন কালনা পুরসভার কাউন্সিলর তপন গোল্ডেন। কাউন্সিলর জানান, বর্ষবরে

ফের পোস্টার বিতর্কে উত্তপ্ত কোচবিহার জেলার রাজনীতি

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ১ জানুয়ারি : সদ্য প্রাক্তন হওয়া ডিসেম্বর মাস যেন নতুন করে রাজনীতির পালকে পোস্টার বিতর্ক হাওয়া দিয়ে গেল। ২০২২ সালের ১৯, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বরের পর নতুন বছরের শুরুর দিনে আবারও রাজনৈতিক বিতর্ক কোচবিহারে। নতুন বছরকে বরণ করে নিতে যখন ব্যস্ত আপামর বাঙালি তখনই কোচবিহারের পর মাথাভাঙ্গা শহরে তৃণমূলের জেলা সভাপতি ও জেলা চেয়ারম্যানের নাম করে নাগরিক মণ্ডের পক্ষ থেকে পোস্টার বিতর্ক নতুন করে মাথা চাড়া দিয়েছে। মাথাভাঙ্গা শহরজুড়ে হাতে লেখা এই পোস্টারের উল্লেখ রয়েছে টাকার বিনিময়ে জেলা সভাপতি ও জেলা চেয়ারম্যান অঞ্চল সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেছে। মাথাভাঙ্গা শহরের বিভিন্ন স্থানে এই পোস্টার ঘিরে চরম রাজনৈতিক চাপনোতর সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে জানান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্র নাথ বর্মন। তিনি বলেন, এই সমস্ত বিবোধীরা করেছে। আসলে এদের সাথে মানুষের জনসংযোগ নেই। সে কারণেই এই ধরনের নোংরা রাজনীতির খেলায় মেতে উঠেছেন। যারা এমন কাজ করছে তারা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে প্রমাণ নিয়ে সামনে

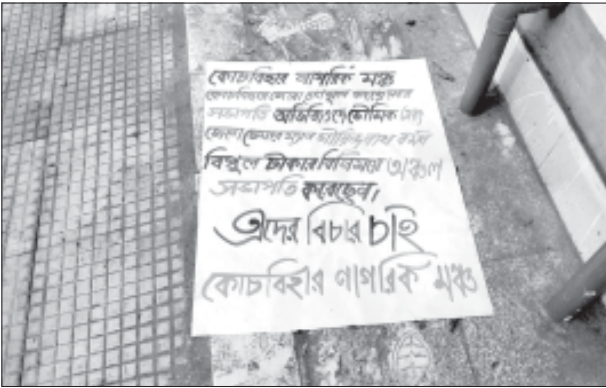
বনভোজনে গিয়ে মৃত যুবক



তন্মুজ জৈন, মালদা, ১ জানুয়ারি : ৩১ ডিসেম্বরে বন্ধুদের সাথে পিকনিক করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। নতুন বছরের সকালে দেহ উদ্ধার হতেই ত্রিা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল থানার সূতি এলাকায়। পুলিশ অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পরিবারের অভিযোগ আত্মহত্যা নয় খুন করা হয়েছে বছর আটশের তাদের ছেলেকে। পুলিশ জানিয়েছে, কী কারণে মৃত্যু ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই স্পষ্ট হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম দিলীপ দাস(২৮), পেশায় লোহার ভাঙরি বিক্রি করেন। বাড়ি চাঁচলের সূতি গ্রামে। পরিবারে রয়েছে স্ত্রী, সন্তান ও বৃদ্ধ বাবা। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষবরণ উপলক্ষে এলাকার বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যোগ দেন দিলীপ। এলাকার একটি আমবাগানে পিকনিক আয়োজন করা হয়েছিল রাত্রে। রবিবার সকালে পিকনিকের স্থল থেকেই উদ্ধার হয় যুবকের মৃতদেহ। ঘটনার পরে তার বন্ধুরা এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের তল্লাশি চালাচ্ছে চাঁচল থানার পুলিশ। চাঁচল থানায় খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা বলে জানা গিয়েছে মূতের পরিবারের তরফে। মৃতের স্ত্রী লক্ষ্মী দাস জানান, স্বামী সক্ষো বেলা আমাকে বলে, বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যোগ দেবা। তারপরতের শীতেরে পোশাক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। সকালে প্রতিবেশীদের মারফত জানতে পারি স্বামীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে বাগানে। নতুন বছরে স্বামীহারা হতে হবে ভাবতে পারিনি। পুলিশ দেখিদের খুজে উপযুক্ত শাস্তি দিকা। থানায় খুনের অভিযোগ করবা।

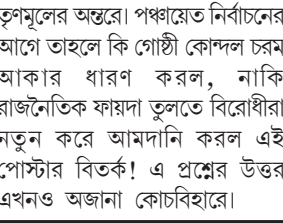
আদালতের হুঁশিয়ারি বিধায়কের

দূরন্ত বার্তা, ঘটাল, ১ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম থাকা নিয়ে রাজজুড়ে শুরু হয়েছে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ। বিরোধীদের দাবি, আবাস যোজনা সমীক্ষায় চলছে ব্যাপক গরমিলা। আর সেই ইস্যুকে সামনে রেখে এবার চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিলেন ঘটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। কার্যত ঘটালের আশা এবং আইসিডিএস কর্মী, যারা আবাস যোজনার সমীক্ষা চালাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধেই তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। নতুন বছরেই আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি বিধায়ক। ঘটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট জানিয়েছেন, আবাস যোজনায় যে সমস্ত বাড়ি প্রাপকদের নাম রয়েছে তালিকায় তাদের অধিকাংশের পাকা বাড়ি রয়েছে। অনেকেইই আবার বিভিন্ন প্রকল্পে বাড়ি পাওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা তালিকায় নাম রয়েছে। এক্ষেত্রে বিজেপি বিধায়ক জানিয়েছেন, যাদের নাম রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকায় তাদের অধিকাংশই তৃণমূল ঘনিষ্ঠ কিংবা তৃণমূলের বিভিন্ন পদে আসীন। আর তাই এবার বিধায়ক শীতল কপাট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, দলীয়ভাবে আমরা ঠিক করেছি আগামী বছরের প্রথমই সেই সমস্ত কর্মীদের নামে আমরা মামলা দায়ের করব, যাঁরা সার্ভের কাজে যুক্ত হয়ে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন।



আসুক। বিরোধীরা এমনটা করছে। যারা এমনটা করছে তাদের নিন্দা জানাই। যদিও পোস্টার নিয়ে কঠিন্ধ করছেন বিরোধীরা। বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি মনোজ ঘোষ জানান, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই এই ঘটনা। এই পোস্টারের সাথে বিজেপির কোনো বিষয় নেই। কেচবিহারে পড়েছিলো, মাথাভাঙ্গাতেও পড়েছে। আগামী দিনে তৃণমূলের চরম দুর্নীতি আবারও প্রকাশ্যে আসবে। তবে এতদিন পর্যন্ত চাকরি দেওয়ার নাম করে পোস্টার পড়েছে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। এবার অঞ্চল সভাপতি করা হয়েছে টাকার বিনিময়ে, এই পোস্টারে চরম রাজনৈতিক চাঞ্চল্য কোচবিহারে। বারবার বিরোধীরা অভিযোগ করছে

শাসক দল যেমন টাকার বিনিময়ে দুর্নীতি করেছে চাকরি নিয়ে, একইভাবে সংঠন সভাজতেও চলছে ঢালাও টাকার পাহাড়। বারবারই তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত কোচবিহার জেলা। আর ঠিক সেই পরিস্থিতিতে একাধিক সময় তৃণমূলের অভ্যন্তরে আগুয়াজ উঠেছিল টাকার বিনিময়ে পদ দেওয়ার। এবার টাকার বিনিময়ে অঞ্চল সভাপতি করার পোস্টার ঘিরে তাই রীতিমতো রাজনৈতিক অসন্তোষ তৃণমূলের অন্তরে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আসে তাহলে কি গোষ্ঠী কোন্দল চরম আকার ধারণ করল, নাকি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বিরোধীরা নতুন করে আমদানি করল এই পোস্টার বিতর্ক! এ প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা কোচবিহারে।



ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু

এজাজ আহমেদ, কান্দি, ১ জানুয়ারি : বছরের প্রথম দিন পিকনিকে গিয়ে রহস্যমৃত্যু হল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা। রবিবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের কান্দিতে। কী ভাবে তরুণীর মৃত্যু হল তা বলতে পারছে না কেউই। নিহত সোনিয়া ভট্টাচার্যের (১৭) দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখনো মৃত ছাত্রীর পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। নিহতের এক বন্ধু জানিয়েছেন, নিহত সোনিয়া কান্দি শহরের কলাবাগানের বসিন্দা। রবিবার সকালে বন্ধুরের সঙ্গে ফিস্ট করতে গিয়েছিলেন তিনি। বিকেলে বাবা তাকে আনতে বান। তখন অন্যান্যরা দেখেন অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে সোনিয়া। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার বাবা। সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে তারা। সোমবার দেহের ময়নাতদন্ত হবে। যদিও এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের তরফে এখনো কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনায় পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগও দায়ের করা বনা। পুলিশ স্বতঃপ্ররোচিত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত নেমেছে। মৃতার এক বান্ধবী দিশা জানায়, সকাল থেকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে পিকনিক করছি। বিকেলে নাগাদ চিকেন বিরিয়ানি খেয়েছি। কিছুক্ষণ পর মাথা ঘুরে পড়ে যায়। পিকনিক চলাকালীন সোনিয়ার বাবা তাকে ডেকে ডেকেছিল কিন্তু সে যায়নি। কেনে ডাকতে এসেছিল এবং কেনই বাবার ডাকে সাড়া দিল না উঠেছে প্রশ্ন। তবে তার কথায় অস্পষ্টতা রয়েছে যা নিয়ে বাড়ছে রহস্য।

বাস উল্টে জখম

দূরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১ জানুয়ারি : জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার পাশে নায়ানজুলিতে পড়ে যায়। ঘটনায় জখম হয়েছেন কমপক্ষে ১২ জন। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া থানার লাহিল এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। জখম প্রত্যেকের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। গঙ্গারামপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর থেকে অন্তত ৪০ জন যাত্রী নিয়ে পিকনিকের উদ্দেশ্যে পিলিগুড়ি যাচ্ছিল বাসটি। চাকুলিয়ার লাহিল এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নায়ানজুলিতে পড়ে যায়। ঘটনায় কমপক্ষে ১২ জন যাত্রী জখম হয়েছেন। জখমদের উদ্ধার করে কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠায় পুলিশ। এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রায়গঞ্জ সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়।

পর্যটকদের ঢল

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম দিন বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে মানুষের ঢল নেমেছে। বছরের প্রথম দিন সকাল থেকেই কোচবিহার রাজবাড়ীতে পর্যটকদের ভিড়। কোচবিহারের স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেও বহু পর্যটক বছরের এই প্রথম দিন কোচবিহার রাজবাড়িতে আসেন। সকাল থেকে ছুটির মেজাজে দিন কাটান পর্যটকরা। রাজবাড়ীর পাশাপাশি কোচবিহার মননমোহন মন্দিরেও সকাল থেকে দর্শনাধীর ভিড় চোখে পড়ার মত।

প্রতিষ্ঠা দিবসেও গোষ্ঠী কোন্দলের কাঁটা শাসকদলে

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জানুয়ারি : প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন প্রকাশ্যে শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দল। তিন জয়গায় আলাদা আলাদা কর্মসূচি। মঞ্চ থেকেই ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভরক পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ফের অস্বস্তিতে শাসকদল। খোঁচা বিজেপির। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরঙ্গ। আজ ১জানুয়ারি, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার তিন জয়গায় আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি। হরিশ্চন্দ্রপুর কিরণ বালা বালিকা বিদ্যালয়ে ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে হয় প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিনন্দী তাজমুল হোসেন এবং মালদা জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রাহিম বক্সী। অপরদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের চাঁচল বিধানসভার অন্তর্গত চারটি অঞ্চলে আলাদাভাবে পালন হয় প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি। চিণ্ডিপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানিক দাসের নেতৃত্বে হয় একটি কর্মসূচি অন্যদিকে রানিপুরাতে

প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

দূরন্ত বার্তা, রতুয়া, ১ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে শীতবস্ত্র ও ফল বিতরণ অসহায়-দুঃস্থদের মধ্যে। সারা রাজ্যসহ মালদা জেলার রতুয়া-২ ব্লকে ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র এবং আড়ই ডঙ্গা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুঃস্থ রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণও করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শমসুল হক, দলের ব্লক সভাপতি রকিবুল হক, সহ-সভাপতি সুরত কর্মকার সহ ব্লক ও অঞ্চল নেতৃবৃন্দ। এদিন ব্লকের দলীয় কার্যালয়ে রাতকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর রতুয়া-২ ব্লক প্রাঙ্গণ মানিকঝা ভবনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দলীয় নেতৃবৃন্দের কাছে বন্দকে শক্ত হাতে এগিয়ে নিয়ে মেতে আহ্নান জানান পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শমসুল হক। আগামী পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলকে স্বচ্ছ ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করারও নির্দেশ দিলি। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে প্রায় পাঁচশো দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের হাতে কম্বল ডুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আড়ডাঙ্গা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি থাকা মূর্খ রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। ব্লক সভাপতি রকিবুল হক বলেন, বাংলায় কোন সাম্প্রদায়িক শক্তির জায়গা নেই। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বদা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এগেছে এবং আগামীতেও লড়াই করিচায়ে যাবে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় কর্মীদের এক হয়ে কাজ করার বার্তা দেন তিনি। এ ব্যাপারে রতুয়া-২ ব্লক স্বাস্থা আধিকারিক অতন্ পাত্র জানান, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব আড়ইডঙ্গা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করেন।

NOTICE INVITING e-TENDER Sundarban Cooperative Milk & Livestock Producers' Union Ltd. (Sundarini) invites e-Tender(s) vide this office no.: 1) SMLU/SP/MMP/e-NIT/22-23/256 dated 31.12.2022 for procurement, installation and commissioning of Fertilizer Blending Machine. Last date of submission: 06.01.2023 up to 3 PM. 2) SMLU/SP/MMP/e-NIT/22-23/257 dated 31.12.2022 for procurement, installation and commissioning of Agitator Motors with Components. Last date of submission: 06.01.2023 up to 3 PM. 3) SMLU/SP/MMP/e-NIT/22-23/258 dated 31.12.2022 for procurement, installation and commissioning of Uninterruptible Power Supply (UPS). Last date of submission: 06.01.2023 up to 3 PM. 4) SMLU/SP/SAD/ e-NIT/22-23/261 dated 31.12.2022 for procurement, installation and commissioning of Sandesh/Kaju Barfi/ Kalakand Cutting Machine. Last date of submission: 06.01.2023 up to 3 PM. 5) SMLU/SP/SAD/ e-NIT/22-23/265 dated 31.12.2022 for procurement, installation and commissioning of Batch Milk Pasteurizer (500 Lt. Capacity). Last date of submission: 06.01.2023 up to 3 PM. 6) SMLU/SP/SAD/e-NIT/22-23/262 dated 31.12.2022 for procurement, installation and commissioning of Gulab Jamun/ Pantua & Samosa Frying Machine. Last date of submission: 06.01.2023 up to 3 PM. 7) SMLU/SP/SAD/ e-NIT/22-23/265 dated 31.12.2022 for procurement, installation and commissioning of Automatic Multipurpose Stirring Machine. Last date of submission: 06.01.2023 up to 3 PM. For details please visit https://wbttenders.gov.in Sd/- Managing Director
--

রশিদাবাদ অঞ্চলের তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ কোরামউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে হয় একটি কর্মসূচি। যদিও প্রথমে তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে বলা হয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর কিরণবালা বালিকা বিদ্যালয়ে দুইটি ব্লকের তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একটিই কর্মসূচি হবে। কর্মসূচির পর নেতৃত্বের সাফাই প্রত্যেকটা অঞ্চলে আলাদা করে কর্মসূচি করা হচ্ছে। এই দিকে রশিদাবাদ অঞ্চলের রাণীপুরা গ্রামে প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচির মঞ্চ থেকে প্রকাশ্যে ব্লক সভাপতি মানিক দাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ কোরামউদ্দিন আহমেদ। নিজের বক্তব্যের পুরোটিতেই মানিক দাসকে নিশানা করেন তিনি। ব্লক সভাপতি মানিক দাস বিরোধীদের অস্ত্রজেনে যোগাচ্ছে এমনটাই অভিযোগ শোনা যায় তার মুখে। সাথে তিনি হুঁশিয়ারি দেন বিরোধিত ব্লক সভাপতিকে মানবর্ভন না করলে সভাপতি দ্রুত পরিবর্তন না করলে

পঞ্চায়েত ভোটে দলের ফলাফল খারাপ হবে বলেও দাবি করেন। তিনি বলেন এক সময় যার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছিলাম সে এখন আমাদের সন্নিয়ে দিতে চাইছে সংগঠন থেকে। এর ফলেই ফের প্রকাশ্যে এসে পড়েছে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ত্রি় অস্বস্তিতে ত্রামাদের নেতৃত্ব। যদিও জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর বহিম বক্সির দাবি ব্যক্তিগত

ভাবে কারোর মতামত থাকতে পারে। সেটা দলীয় মতামত না। আর প্রত্যেকটা অঞ্চলেই আলাদা-আলাদা ব্লক কর্মসূচি হচ্ছে। সারা জেলাতে তৃণমূল কংগ্রেস এক। এই ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি ব্লক সভাপতি মানিক দাস। তৃণমূল দুর্নীতিতে ভরে গেছে। একে অপরকে দোষারোপ করছে খোঁচা বিজেপির। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরঙ্গ।

E-TENDER NOTICE
Chairperson, Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Cement Concrete Road & Surface Drain & Sidewall Road side Soldering by C.C., Installation of Street Taps with Stand Post & Construction of Platform, Supply of Hand Tube Well Parts and Accessories and Supply of Brass Ferrul for house Connection as per IS Specification at Dankuni Municipality for E-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-141, 142, 143, 144, 145, 146 & 147/2022-23, Dated-02/01/2023 . Bid submission closing date (online)-11/01/2023. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in . The official website of e-tender & dankunimunicipality.in the Municipal website & Office Notice Board.
Sd/- Chairperson Dankuni Municipality

FOLLOW-UP PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF RESIDUAL EQUITY PUBLIC SHAREHOLDERS OF GENESIS EXPORTS LIMITED CIN No: L26919WB1981PLC0333906 Registered office:- Eco Centre, Premises No. 803 & 804, 8th Floor, EM Block, EM - 4, Sector - V, Kolkata - 700091 Tel. No.: 91-7604088814/15/16/17; Email: genesis.experts@genesisexp.com; Website: www.genesisexp.com			
In pursuance of the Delisting Offer made by Mr. Sushil Jhunjhunwala, Ms. Gyaneshwari Jhunjhunwala, Mr. Ajit Jhunjhunwala, Ms. Nidhi Jhunjhunwala, SKJ Investment Private Limited (hereinafter collectively referred to as“Acquirers”) for acquiring up to 1,35,269 fully paid-up Equity Shares of face value of Rs. 10.00/- (“Equity Shares”) representing 25.07% of the total paid-up equity share capital (“Offer Shares”) of Genesis Exports Limited(“GEL” or “the Company”), 1,27,925 Equity Shares representing 23.71% of the total paid-up equity share capital of the Company were tendered, which had been subsequently accepted by the Acquirers.			
This Follow-up Public Announcement (“FPA”) is being made in accordance with the provisions of Regulation 27 and such other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended from time to time, (“Delisting Regulations”), made to the Residual Equity Public Shareholders holding Equity Shares of the Company, to tender their Equity Shares.			
This FPA is in continuation to and should be read in conjunction with the Initial Public Announcement dated August 20, 2021 (“IPA”), Detailed Public Announcement dated November 11, 2021 published on November 12, 2021 (“DPA”), the Letter of Offer dated November 11, 2021 (“LoF”), the Post Offer Public Announcement published on December 02, 2021 (“Post Offer PA”), Exit Offer Letter dated January 06, 2022 (“Exit Offer Letter”) and the Delisting Notice issued by the Calcutta Stock Exchange of India Limited (“CSE”) vide its notice number bearing reference number “CSE/LD/15399/2022” dated January 05, 2022 mentioning the effective date of delisting of the Equity Shares of the Company being January 06, 2022 (“CSE Delisting Notice”).			
All Capitalized terms used but not defined in this FPA shall have the same meaning assigned to them as in the DPA and the LoF.			
1. OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING In accordance with Regulation 26 read with Regulation 27 of the Delisting Regulations, all the Residual Equity Public Shareholders of the Company who did not or were not able to participate in the Reverse Book Building process through the Stock Exchange mechanism of BSE Limited, may tender their Equity Shares to the Acquirers at a price of Rs. 965/- per equity share (“Exit Price”) for a period of one year starting from the date of delisting of the Equity Shares of the Company i.e. from January 06, 2022 to January 05, 2023 (“Exit Period”) and avail the exit opportunity at the Exit Price; 2. PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDUAL SHAREHOLDERS Subject to any regulatory approvals as may be required, the Acquirers intend to make payments on a monthly basis, within 10 working days of the end of the relevant month (“Monthly Payment Cycle”). Payments will be made only to those public shareholders who have validly tendered their Equity Shares by following the instructions laid out in the Exit Offer Letter and the application form (“Exit Application Form”) enclosed with the Exit Offer Letter. The acquirers hereby invite the Residual Equity Public Shareholders to avail the exit opportunity at the Exit Price during the Exit Period. If the Residual Equity Public Shareholders have any query with regards to the Delisting Offer, they should consult the Manager to the Exit Offer or Registrar to the Exit Offer as per the details given below:			
MANAGER TO THE EXIT OFFER	REGISTRAR TO THE EXIT OFFER		
 Chartered Capital and Investment Limited 418-C, “215 Atrium”, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 093 Tel No.: 022- 6692 4111/6222 Contact Person: Mr. Amitkumar Gattani Email id: mumbai@chartereddcapital.net Website: www.chartereddcapital.net SEBI Registration No: INM000004018 Validity: Permanent CIN: L45201GJ1986PLC008577	 Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd. 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700001 Tel. No.: +91 33 2248 2248 Fax No.: +91 33 2248 4787 Email: mdpldco@yahoo.com Website: www.mdpl.in Contact Person: Mr. S K Chaubey SEBI Registration No: INR000000353 Validity: Permanent CIN: U20221WB1982PTC034886		
For and on behalf of Acquirers	Sd/- Sushil Jhunjhunwala (Acquirer I)	Sd/- Gyaneshwari Jhunjhunwala (Acquirer II)	Sd/- Ajit Jhunjhunwala (Acquirer III)
For and behalf of Board of SKJ Investments Private Limited (Acquirer V)	Sd/- Sushil Jhunjhunwala Director	Sd/- Ajit Jhunjhunwala Director	
Date : Saturday, December 31, 2022 Place: Kolkata			

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

শীতকালে যেভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকবে অ্যাজমা

দূরন্ত বার্তা : শীত দক্ষিণবঙ্গে যেন লুকাচুরি শেলছে। তবে ডিসেম্বরের শেষ লগ্ন থেকে শীত ফের পড়তে শুরু করেছে। তবে শীতকালে শ্বাসতন্ত্রের রোগ বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে অ্যাজমা ও সিওপিডি রোগীদের সমস্যা বেড়ে যায়। আবার নিউমোনিয়াও দেখা দেয়। শীতের শুরুতেই যদি এই সম্পর্কে সচেতন থাকা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ নেওয়া যায় তাহলে ক্ষতির পরিমাণ কম্ব হয়।

মরশুম পরিবর্তনের এই সময়ে কাশি ও শ্বাসকষ্টের রোগ বেড়ে যাওয়ার কারণ-
-তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কমে গিয়ে বায়ুমন্ডল শুষ্ক হয়ে যায় ও ধূলাবালি বেড়ে যায় এবং ফুলের পরাগ রেণু ও ড্রপলেট ইনফেকশন নাক-মুখে গিয়ে কাশি ও শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা হচ্ছে। আমাদের দেশে কাশি ও শ্বাসকষ্টের অন্যতম কারণ অ্যাজমা, সিওপিডি ও ফুসফুসে ক্যান্সার। এগুলো সবই নন-ইনফেকশাস বা নন-কমিউনেকবল ডিজিজ। অর্থাৎ জীবাণুর মাধ্যমে একজন থেকে অন্যজনের ছড়ায় না।

-জীবাণু দ্বারা ছড়ায় সংক্রমক রোগ হচ্ছে নিউমোনিয়া ও ফুসফুসে যক্ষ্মা। এ ছাড়াও ফুসফুসের পর্দায় জল জমে গেলে যাকে পুরাল ইফিউশন বলে এবং ফুসফুসে বাতাস ঢুকলে যাকে নিউমোথোরাক্স বলে, তা থেকেও কাশি ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তীব্র শ্বাসকষ্টের অন্যতম কারণ এআরডিএস নামক একটি সমস্যা। এ ছাড়া বুকের পাঞ্জরের মাংসপেশি ও হাড়ের সমস্যা যাকে নিউরোমাংসকুলার ডিজিজ বলে এবং ইমিউনোলজিক্যাল কারণেও শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে।

হঠাৎ কারও তীব্র শ্বাসকষ্ট হলে যা করা উচিত-

-পালস অক্সিমিটারে অক্সিজেনের পরিমাণ ৯০-এর নিচে নামলে, পালস রেট বা নাড়ির স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১০০-এর বেশি হলে এবং রোগী যদি এক নিঃশ্বাসে ফিট কাশি বালে শেষ করতে না পারে, তাহলে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ধরে নেওয়া যায়। যারা অ্যাজমা রোগী তাদের সারা বছর ধরে অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে না থাকলে এ মরশুমে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে। এই হঠাৎবে তাপমাত্রার পরিবর্তনে ফ্লু অ্যাটিক থেকেও সিওপিডির তীব্রতা বেড়ে গিয়ে শ্বাসকষ্ট বাড়ে।

-এ ছাড়া যাদের ব্রঙ্কিয়েকটেনসিস নামক সমস্যা আছে তাদের নিউমোনিয়ার মতো সুপার ইনফেকশন হয়েও শ্বাসকষ্ট হয়। এই

রোগীদের বাড়িতে নেবুলাইজার মেশিন, অক্সিজেন সিলিন্ডার বা বাইপেশ মেশিন এবং ইনহেলার কাছে রাখতে হবে। সালবিউটামল দিয়ে ১৫-২০ মিনিট পরপর নেবুলাইজার করতে হবে। যারা ইনহেলার নেন তারা সালবিউটামল ইনহেলার ২ পাক করে ২০ মিনিট পরপর তিনবার নেওয়ার পরও শ্বাসকষ্ট না কমলে নিকটস্থ হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে যেতে হবে। মান্বরাতে কারো শ্বাসকষ্ট হলে এক মুহূর্ত দেরি না করে ইমার্জেন্সিতে যেতে হবে। এই সময় পালস অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ ৯০-এর উপরে থাকল কিনা তাও দেখতে হবে।

অ্যাজমা রোগীর শীতের প্রস্তুতি যেভাবে নেনেন-

-এই রোগীদের অ্যাজমা যেন সারা বছর ধরেই সুনিয়ন্ত্রণে থাকে সে লক্ষ্য প্রতিরোধ করে এমন ইনহেলার যেমন বেকলোমিথাসন, ফ্লুটিকাসন ও সালমেট্রল গ্রুপের ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। অ্যাজমা অ্যাটিক যেন না হয় সে জন্য ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিউমোনিয়া প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ জন্য শীতের শুরুতেই প্রতি বছর ফ্লু ভ্যাকসিন ও পাঁচ বছর পরপর নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন নিতে হবে। অ্যাজমা রোগীদের নিজেদেরই জানতে হবে কিসে তার অ্যাজমা ট্রিগার করে বা বেড়ে যায়। এই বিষয়গুলো অবশ্যই তাকে পরিহার করে চলতে হবে। গরম কাপড় পরিধান করে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। ব্যায়ামে অ্যাজমা রোগীদের কোনো বিধিনিষেধ নেই। শীতের কিছু সবজিতে অ্যাজমা রোগীদের অ্যালার্জি হয়ে থাকে যাকে হাইপারসেনসিটিভিটি রিঅাকশন বলে, তা এই রোগীদের খাওয়া যাবে না।

-সামুদ্রিক মাছ অনেকের অ্যাজমা অ্যাটিক বাড়াতে পারে। সুশম খাদ্য গ্রহণের দিকে নজর দিতে হবে। অ্যাজমা রোগীদের অ্যাজমার কারণে মৃত্যুবৃত্তি নাই বললেই চলে। তবে কিছু সংখ্যক রোগীর জটিল বা ব্রিটল অ্যাজমা থাকে তাদের হঠাৎ অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক কমে গিয়ে আইসিইউ ও ভেন্টিলেশন সাপোর্ট লাগে। একবার যাদের হঠাৎ তীব্র অ্যাজমা অ্যাটিক হয় তাদের বারবার হওয়ার



আশঙ্কা থাকে। তারা অবশ্যই ঠান্ডা, ধোঁয়া, ধূলা পরিহার করবেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করবেন।

অ্যাজমা ও শ্বাসকষ্টের ওষুধ দীর্ঘদিন খেলে কী ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়-

-ডাক্তারের পরামর্শে নির্দিষ্ট ডোজে ও নির্দিষ্ট সময়ে এই ওষুধগুলো গ্রহণ করলে কোনোই সমস্যা হবে না। কিছু ওষুধ যেমন- অ্যামাইনোফাইলিন ও সালবিউটামল কারো কারো বুক ধড়ফড়, হাত-পা কাঁপা, নাড়ির গতি বেড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ডোজ এডজাস্ট বা ওষুধ বাদ দিতে হবে। স্টেরয়েড ইনহেলার মুখের তেতর ঘা বা ওরাল থ্রাস হতে পারে। এ জন্য ইনহেলার নেওয়ার পর মুখ কুলকুচি করতে হবে।

-কেউ যদি স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ প্রতিদিন ২০০০ মাইক্রোগ্রামের অধিক গ্রহণ করে তাহলে শ্বাসনালি থেকে তা রক্তে শোষিত হয়ে

ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও এন্ড্রেনাল ইনসাক্রেনেসি রোগ হতে পারে। তবে এটি হওয়ার আশঙ্কা নগণ্য। এ জন্য অ্যাজমা সুনিয়ন্ত্রণে রেখে ওষুধের ডোজ কমিয়ে দিতে হবে। সমস্যা হয় সেসব রোগীর যারা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া বছরের পর বছর মুখে খাওয়ার স্টেরয়েড খান।

-এদের ওজন বেড়ে যায়, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হাড় নরম ও উদ্ভুর হয়ে প্যাথলজিক্যাল ফ্র্যাকচার বা হাড় স্বল্প আঘাতেই ভেঙে যায়। কেউ কেউ অস্বাভাবিক ওষুধ খেয়ে আরাম পেয়ে এই ওষুধ চালিয়ে যান। এতে স্টেরয়েডের গুঁড়া মিশানো থাকে ফলে ওপরের সমস্যাগুলো ছাড়াও রোগ-জীবাণু দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়। অ্যাজমায় আক্রান্ত নারীরা ওষুধ খেয়ে গর্ভধারণ করতে পারেন। এতে তার ও অনাগত সন্তানের কোনোই ক্ষতি হয় না।

যারা লং কোভিডে আক্রান্ত তারা ফুসফুসের

যঞ্চে কী করবেন-

-এই রোগীদের অ্যাজমা বা সিওপিডি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, এদের ফুসফুস ফাইব্রোসিস বা শক্ত হয়ে যায় বলে শ্বাসকষ্টের আশঙ্কা বাড়ে। এই রোগীরা বর্তমানে ডিফিউজ প্যারেনকাইমাল লাং ডিজিজ নামক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এই ধরনের রোগী বর্তমানে আমরা অনেক দেখতে পাছি। এদের স্টেরয়েড, অ্যান্টিবাইট্রোটিক ওষুধ যেমন-পিরফেনিডোন ও নিনটেনডানিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

-এই রোগের সঙ্গে যাদের জয়েন্ট ও মাংসপেশির রোগ বা কোলাজেন ডিজিজ আছে তাদের মাইক্রোওপিয়েড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়। কোভিডকালীন মাস্ক পরে অ্যাজমা ও সিওপিডি রোগীর রোগ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই অভ্যাস অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। ফুসফুসে কোনো রোগ হলে দ্রুত বন্ধব্যায়ি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সুচিকিৎসা নিতে হবে।

প্রবীণ বয়সে হাঁটুর বাত-ব্যথার ধরণ

দূরন্ত বার্তা : জেরিয়াটিক্যালি বা বয়স্কজনিত শারীরিক পরিবর্তন সবারই হয়ে থাকে। বয়স্ক হলেই আপনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যাবেন, অনেকের অবহেলার পাত্র হয়ে যাবেন তা কিন্তু নয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে আজকাল বয়স্ক ব্যক্তিরাও কিছু নিয়ম মেনে চলে ও সুচিকিৎসা নিয়ে ভালো আছেন। বয়স্কজনিত কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ-বালিহয়ের মধ্যে অন্যতম হলো হাঁটুর বয়স্কজনিত বাত। মূলত হাটা-চলা করার সময় হাঁটু শরীরের ওজন বহন করে এবং হাঁটু বেশি ব্যবহৃত হয় বলে এই ব্যথার প্রভাব পড়ে। হাঁটুর বয়স্কজনিত বাতের ধরন ও স্বাভাবিক হাঁটু : কোনো ব্যথা বা অন্যান্য সমস্যা হয় না।

সামান্য বাত : খুব সামান্য নতুন সূচালো হাড় গজায়, জয়েন্ট স্পেস (ফাঁকা জায়গা) কমেতে থাকে এবং কাটিলেজ-এর পরিমাণ ১০ শতাংশ কমে যায়। এই স্টেজে হাঁটুতে কোনো ব্যথা হয় না। ফিজিওথেরাপি যেমন-মাংসপেশি বা জয়েন্ট শক্তিশালী করার এক্সারসাইজ এবং জীবন-যাপনের ধরন পরিবর্তন করা। (যেমন-ওজন কমানো, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া ইত্যাদি) যাতে বাতজনিত পরিবর্তন দ্রুত খারাপের দিকে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ওষুধ বা ইঞ্জেকশনের কোনো প্রয়োজন নেই।

বিশেষ করে বার বার আঘাত থেকে জয়েন্টকে রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর উপশমে হয়তো আপনি ফিজিওথেরাপি সেশন নিয়ে হয়তো আপনি ১০ শতাংশ উপকার পেলেন, এখন সঠি ধরে রাখতে হবে, ১৫ শতাংশ নষ্ট করে ফেলবেন না। এজন্য যেসব কাজ করে বার বার হাঁটুর আঘাত হবে সেগুলো ধরন পরিবর্তন করতে হবে।

মুদু বা অল্প বাত ব্যথা হলে : উপরের লক্ষণগুলো আরও একটি বেশি হবে, হাঁটুর মুভমেন্ট কমে যাবে (বিশেষ করে সকালে), অনেকক্ষণ হাটাহাটি করা, সিঁড়িতে ওঠা-নামা করে, ওজন বহন করা এবং হাঁটু ভাঁজ করে কাজ করতে গেলে ব্যথা অনুভব হবে।

চিকিৎসা : ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা (যেমন : ব্যথা কমানোর বিভিন্ন মালিগিটজ, স্ট্রেচিং / ফ্লেক্সিবিলিটি / রেঞ্জ অফ মোশন এক্সারসাইজ, মোবাইলাইজেশন / ম্যানুপুলেশন, স্টেন্দোবং বা মাংসপেশি,জয়েন্ট শক্তিশালী করার এক্সারসাইজ এবং ম্যানুয়াল থেরাপি) এবং জীবন-যাপনের ধরন পরিবর্তন করা (যেমন : ওজন কমানো, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া ইত্যাদি) যাতে বাতজনিত পরিবর্তন দ্রুত খারাপের দিকে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়। খুব বেশি ব্যথা বা প্রয়োজন না হলে, ওষুধ বা ইঞ্জেকশনের



(সাধারণত স্টেরয়েড) কোনো প্রয়োজন নেই, বা খেলেও সেটা শুধুমাত্র স্বল্প সময়ের জন্য। জানতে হবে ব্যথার ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক এবং স্টেরয়েডে ইঞ্জেকশন, আপনার ব্যথা সাময়িকভাবে কমালেও, হাড় দ্রুত ক্ষয় করবে এবং বাতের গতি আরও দ্রুত বাড়িয়ে দিবে।

মাঝারি রকমের বাত : যদি দেখেন উপরোক্ত সমস্যা আরও বাড়তে থাকে। ঘন ঘন ব্যথা হয় এবং ব্যথার তীব্রতা আরও বাড়তে থাকে, সাইনোভিয়াল ফ্লুইড বা জয়েন্টের রস ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জয়েন্ট ফুলে যেতে পারে।

চিকিৎসা : উপরোক্ত চিকিৎসা। অনেক সময় অনেকে সার্জারি (যেমন-আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারি) কিন্তু সার্জারির দীর্ঘমেয়াদি কোনো উপকারিতা নেই, বরং এটা নানাবিধ উপসর্গ তৈরি করবে এবং আপনার দৈনন্দিন কাজের নানারকম সীমাবদ্ধতা তৈরি করবে।

তীব্র বা প্রচণ্ড রকমের বাত : উপরোক্ত লক্ষণগুলো আরও বাড়তে থাকে এবং জয়েন্টে কার্ফক্ষমতা আরও অনেক কমে যায়। ৬০ শতাংশ বা তারও বেশি কাটিলেজ নষ্ট হয়ে যায়।

চিকিৎসা বা করণীয় : উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা এবং ওষুধ বা ইঞ্জেকশন নিতে হবে। যদি একস্ট্রই ব্যথা এবং অন্যান্য সমস্যা কমানো না যায় তবে সার্জারি (যেমন-হাঁটু কেটে ফেলে কৃত্রিম হাঁটু লাগানো) করার দরকার হতে পারে। সঠিক পূর্ববাসন এবং দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য সার্জারির আগে এবং পরে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে হবে।

লক্ষণগুলো : অনেক ক্ষেত্রেই রোগী এই রোগের কোন লক্ষণ ট্রে পান না। চশমা পরিবর্তনের সময় কিংবা নিয়মিত চোখ পরীক্ষাকালে হঠাৎ করে চিকিৎসক এই রোগ নির্ণয় করে থাকেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে তা হলো- ঘন ঘন চশমার গ্লাস পরিবর্তন হওয়া। চোখে বাপসা দেখা বা আবার চারপাশে রামধনুর মতো দেখা। ঘন ঘন মাথাব্যথা বা চোখব্যথা হওয়া। দৃষ্টিশক্তি ক্রমে কমে আসা বা দৃষ্টির পরিপার্শ্বিক ব্যাপ্তি কমে আসা। অনেক সময় লম্বোতে গিয়ে দরজার পাশে বা অন্য কোন পথচারীর গায়ে ধাক্কা লাগা। মুদু আলোয় কাজ করলে চোখে ব্যথা অনুভূত হওয়া। ছোট ছোট শিশু বা জন্মের পর চোখের কর্ণিয়া ক্রমাগত বড় হয়ে যাওয়া বা চোখের কর্ণিয়া সাদা হয়ে যাওয়া, চোখ লাল হওয়া, চোখ দিয়ে জল পড়া ইত্যাদি।

গ্লুকোমা রোগের চিকিৎসা : গ্লুকোমা রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব কিন্তু নিরাময় সম্ভব নয়। ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ সেবনা দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড দেওয়া চোখের হানি অপারেশন না করলে বা দেরি করলে চোখের অন্যান্য রোগের কারণে। জন্মগত চোখের ত্রুটি এ গ্লোমার মধ্যে শুধু চোখের উচ্চচাপ ওষুধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

চিকিৎসা রয়েছে তা হলো-ওষুধের দ্বারা চিকিৎসা, লেজার চিকিৎসা এবং শলচিকিৎসা।

রোগীর করণীয় কি : চিকিৎসক রোগীর চোখ পরীক্ষা করে চোখের চাপের মাত্রা নির্ণয় করে নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ওষুধের মাত্রা নির্ধার করে দেন, তা নিয়মিত ব্যবহার করা। দীর্ঘদিন একটি ওষুধ ব্যবহারে কার্যকারিতা কমে যেতে পারে বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। তাই নিয়মিত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। সময়মতো চোখের বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখা, তার গ্লুকোমা নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা। পরিবারের সবার চোখ পরীক্ষা করে গ্লুকোমা আছে কিনা, তা নিশ্চিত হওয়া। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা। চিকমতো ওষুধ ব্যবহার করে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চললে একজন গ্লুকোমা রোগী তার স্বাভাবিক দৃষ্টি নিয়ে বাকি জীবনটা সুন্দরভাবে অতিবাহিত করতে পারেন। পরিশেষে মনে রাখবেন, গ্লুকোমা অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ যার কোন প্রতিকার নেই। প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। তাই চল্লিশোর্ধ বয়সে আপনার চোখ পরীক্ষা করে চোখের চাপ জেনে নিন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শও।

হোমিওপ্যাথিতে সারবে আঁচিল ও ছুলি

দূরন্ত বার্তা : অনেক মনে করি, আঁচিল প্রাকৃতিকভাবে শরীরে হয়ে থাকে কিন্তু এই ধারণা ভুল। আঁচিল শরীরে তখনই হয়, যখন বুক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। মুখে আঁচিল হলে সমস্যার শেষ থাকে না। বিশেষ করে আঁচিল মেয়েদের বেশি হয়ে থাকে। এর কারণ সর্বদা শরীর জমা-কাপড়ে ঢাকা থাকে আর তখনই আঁচিল সংক্রমণকারী জীবাণু খুব অল্পসময়ে ব্রুকের উপরিভাগে আক্রমণ করে। তবে পুরুষের কাছে আঁচিল খুব বেশি দেখা যায়। আঁচিল হলে সাধারণত মানুষ চিন্তা বা চিকিৎসা করে না। কুসংস্কার হিসেবে প্রচলিত আছে যে, আঁচিল হলে মাথার চুল বেঁধে রাখলে আঁচিল পড়ত। এটি আঁচিল হওয়া ক্ষতস্থানে আরও বড় আঁচিল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর আঁচিল যদি একবার বড় হয়ে যায় তাহলে ক্ষতস্থানে থেকে গাছের শিকড়ের ন্যায় রূপ নিতে পারে। তাই আঁচিল হলে অবশ্যই খুব দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক।

আঁচিল হলে কি করবেন : প্রথমেই হোমিও চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা যায়। আঁচিল রোগের কোনো অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন নেই তাই সাধারণত হোমিও চিকিৎসা নেওয়া হয়। আঁচিল দূর করতে হোমিও মেডিসিন অত্যন্ত কার্যকরী। সর্বোচ্চ একুশ দিনের মধ্যে হোমিও মেডিসিন সম্পূর্ণভাবে আঁচিল দূর করতে সক্ষম।

আঁচিল দূর করার জন্য যে মেডিসিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার নাম সুজা মাদার ও সুজা। সুজা মাদার তুল্লা দিয়ে আঁচিল আক্রান্ত স্থানে তিন বার লাগাতে হবে। আর মুখে সেবন যোগ্য হিসেবে সর্বোচ্চ ওই একই ওষুধ করে সুজা-১০এম পর্যন্ত সেবন করতে হবে।

প্রাকৃতিকভাবে আঁচিল দূর করতে পোঁয়াজ অত্যন্ত ফলদায়ক। পোঁয়াজ কুচি করে কেটে একটি পাত্রে সারা দিন

ঢেকে রেখে দিন। রাতে ঘুমানোর আগে পোঁয়াজ কুচির সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে আঁচিল হওয়া ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিন। প্রথম অবস্থাতে হালকা ঝাঁজ বা জ্বালা করতে পারে, তবে এই পদ্ধতি আঁচিল দূর করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

টি টি অয়েল আঁচিল সম্পূর্ণ নির্মূল করতে সক্ষম। কিছু তুলা জলে ভিজিয়ে রাখুন। এবার টি টি অয়েল ভেজা তুলাতে নিয়ে আঁচিল হওয়া ক্ষতস্থানে ঘষতে থাকুন। আপনার আঁচিল হওয়া ক্ষতস্থানে চুলকাতে পারে, তারপরেও আপনি ভালো করে টি টি অয়েল দিয়ে আক্রান্তস্থান পরিষ্কার করুন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে আপনার আঁচিল দূর হবে।

অ্যালোভেরা জেলে আঁচিল দূর করার অ্যান্টিসেপটিক থাকে।

অ্যালোভেরা পাতা থেকে জেল টুকু ছাড়িয়ে আঁচিল হওয়া আক্রান্তস্থানে ম্যাসাজ করুন। ব্রুকে জেল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপরে ঠান্ডা জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। আপনার আক্রান্তস্থান থেকে আঁচিল ধীরে ধীরে শুকিয়ে ছোট হয়ে পরিপূর্ণভাবে দূর হবে।

ছুলি থেকে মুক্তির উপায় : ছুলি একটি চর্মরোগ। ছুলি শরীরের যে কোনো স্থানে হতে পারে যেমন-মুখে, গলাতে, হাতে, পাশে, বগলে, বুকে, পেটে, ঘুড়ে, কানে ইত্যাদি। অনেক স্থানে হয়ে থাকে। ছুলি একটি ছোঁয়াজে রোগ, পরিবারের কারো ছুলি হলে অন্য সুস্থ ব্যক্তির মাঝে ছুলি ছড়িয়ে পড়বে।

ছুলি কেনে হয় : ছুলি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তবে অ্যালার্জির কারণে ছুলি বেশি হয়ে থাকে। তা ছাড়া ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ছুলি প্রকাশ হতে পারে। প্রায় ৫০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে যাদের দীর্ঘস্থায়ী ছুলি হয়, এর কারণ একটি স্বয়ংক্রিয় ইমিউন প্রতিক্রিয়া।

ছুলি থেকে কৈমন হয় : উন্মুক্ত স্থানে সাদা বা বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। স্যাঁতসেঁতে ও গরম আবহাওয়ায় ছুলির



সংক্রমণ বেশি হয়। সাধারণ ব্রুকের

থেকে ছুলির রং সাদা হয় এবং লোমগুলো সাদা বর্ণ ধারণ করে।

ছুলি হলে করণীয় : ছুলি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি হওয়াতে এই রোগের মেডিসিন সেবন করতে হয় অনেক ঔষ্যি ধরে। ছুলি রোগ সম্পূর্ণ সেরে তুলতে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন ভালো সামাধান দেয়। তবে কিছু প্রাকৃতিক উপায় আছে বা ব্যবহার করলে ছুলি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

১) লেবুর রস ও মধু এক সঙ্গে মিশিয়ে নিয়মিত সকাল ও রাতে ছুলির স্থানে লাগালে ছুলি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তবে অবশ্যই ভালো ফলাফল পেতে ১ থেকে ২ মাস ব্যবহার করতে হতে পারে।

২) লেবুর রস ও হাইপো খুব ভালো কাজ দেয় ছুলি দূর করতে। প্রতিদিন পূজ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সাধারণত জ্বর বা টাইফয়েডের লক্ষণ দেখা দিয়ে রক্ত পরীক্ষা করা হয়, ইউরিন ইনফেকশন, কিডনি জটিলতা হলে প্রশ্রাবের নমুনা, ফুসফুস জনিত রোগ হলে লাল বা কফ আবার শরীরের কোথাও ফোঁড়া হলে-সেখান থেকে পুঁজের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়।

৩) পোঁয়াজের মধ্যে প্রচুর সালফার থাকে। যা ছুলির ব্রুক স্বাভাবিক করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া ব্যাকটেরিয়া

দ্বারা আক্রান্ত ছুলির চুলকানি দূর করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পোঁয়াজ।

৪) সাদা তিল ও হলুদ খুব ভালো ফলাফল দেয় ছুলির জন্য। সাদা তিল ও কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বেটে ছুলির হওয়া স্থানে ১৫ মিনিটের জন্য লাগাতে হবে এবং ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৫) টুক দইতে প্রচুর ল্যাকটিক এসিড থাকে যা আমাদের ব্রুকের যে কোনো চর্মরোগের জন্য বেশ উপকারী। তবে বিশেষ করে ছুলির ক্ষেত্রে টুক দই ব্যবহার করা উত্তম। ম্লানের আগে টুক দই ছুলির উপর লাগিয়ে দিতে হবে এবং শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলতে হবে।

ছুলি সেরে তুলতে সময় লাগতে পারে, অনেক সময় ছুলি অনেক জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তখন ছুলি পূরণেদি দূর করতে বেশ সময় লাগতে পারে। আর ছুলির জন্য কোনো হোমিও সেবন করার মস্তিষ্ক করলে অবশ্যই একজন ভালো হোমিও ডাক্তারের নির্দেশ গ্রহণ করে তারপরে হোমিও সেবন করা প্রয়োজন।

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হতে দেবেন না শরীরকে

দূরন্ত বার্তা : যদি কারো শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণজনিত রোগ হয় এবং সেই রোগ নিরাময়ে কেউ যদি চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সঠিক পরিমাণে এবং পর্যাপ্ত সময় ধরে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ না করেন তাহলে ব্যাকটেরিয়াগুলো পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে উল্টো আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। তখন এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ওই অ্যান্টিবায়োটিক পরে আর কাজ করে না। অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের পরেও ব্যাকটেরিয়ার এই টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জনকে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্সে বলা হয়। বিভিন্ন হাসপাতালে সাধারণ রোগ নিয়ে চিকিৎসা করানো অনেক মানুষের মধ্যে এই অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্সের দেখা দিয়েছে। এর ফলে রোগীর আগে যে অ্যান্টিবায়োটিকে রোগ সারতো, এখন আর সেটি কাজ করছে না। না হলে অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হচ্ছে। এভাবে মানুষের শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্বে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হতে যে সময় লাগে ওই সময়ের মধ্যেই কয়েকগুণ বেশি হারে বাড়ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স। যার ফলে আরও ভবিষ্যতে সামান্য হাঁচি-কাশি-জ্বরেও মানুষের মৃত্যুবৃত্তি হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্সের সবচেয়ে বড় কারণ হলো সাম্প্রতিক সময়ে অত্যধিক মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার। অনেকেই জ্বর, মাথাব্যথা হলেই চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করেন। আবার অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক নিলেও সেটের পূর্ণ কোর্স সম্পন্ন করেন না। কয়েকটি খাওয়ার পর ভালো বাধ করলেই ছেড়ে দেন। ফলে ওই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিকের আর কোনো প্রভাব থাকে না। আবার অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ম করে খাওয়া সত্ত্বেও শিশুরাও অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্সের শিকার হতে পারেন। এর কারণ প্রকৃতি-পরিবেশে অ্যান্টিবায়োটিকের বিস্তার। ইদানীং মাছ, হাঁস, মুরগি বা গরুকে অ্যান্টিবায়োটিকযুক্ত খাবার দেয়া হয়। আবার শাকসবজির উৎপাদনেও ব্যবহার হয় অ্যান্টিবায়োটিক। ফলে এসব প্রাণীর কাঁচা মাংসের সংস্পর্শে এলে, আশেপাশে

অবস্থায় খেলে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্ট কিনা সেটা বুঝতে কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি পরীক্ষা করানো হয়। রোগীর রোগের ধরণ বুঝে এক বা একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত, রোগীর রক্ত, প্রস্রাব, কফ, লাল না হলে পুঁজ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সাধারণত জ্বর বা টাইফয়েডের লক্ষণ দেখা দিয়ে রক্ত পরীক্ষা করা হয়, ইউরিন ইনফেকশন, কিডনি জটিলতা হলে প্রশ্রাবের নমুনা, ফুসফুস জনিত রোগ হলে লাল বা কফ আবার শরীরের কোথাও ফোঁড়া হলে-সেখান থেকে পুঁজের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ল্যাবে মাইক্রোবায়োলজিস্টরা সেই নমুনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। সেখানকার ব্যাকটেরিয়ার উপর বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেখা হয় যে, সেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলতে কিংবা এর বংশবিস্তার আটকতে সক্ষম কি না। এ জন্য ল্যাবে গোলাকার চাকতি বা পেট্রি ডিশের ওপর ওই ব্যাকটেরিয়ার নমুনা কিছু দূর পর পর নেওয়া হয়। সেই নমুনাগুলোর মাঝখানে ব্যাকটেরিয়ার কিছু খাওয়ার বা কালচার মিডিয়াম দেওয়া হয় যেন ব্যাকটেরিয়াগুলো দ্রুত বেড়ে ওঠে। এরপর বেড়ে ওঠা ব্যাকটেরিয়ার একেকটি ডাগের ওপর একেক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক মারতে সক্ষম নয়। তখন যদি দেখা যায় অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে ব্যাকটেরিয়া মারা যাচ্ছে বা বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই ওষুধের পাশে লেখা হয় ইংরেজি অক্ষর ‘এস’ বা সেনসিটিভ। যদি ব্যাকটেরিয়া মারতে না পারে তখন লেখা হয় ইংরেজি অক্ষর ‘আর’ বা রেসিস্টেন্ট অর্থাৎ এই অ্যান্টিবায়োটিকটি ব্যাকটেরিয়া মারতে সক্ষম নয়। এটি ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী। আবার ব্যাকটেরিয়াগুলোর বৃদ্ধি কমে গেলে লেখা হবে ‘আই’ বা ‘ইন্টারমিডিয়েট’। অর্থাৎ এই ওষুধটি বেশি ডোজে কাজ করতে পারে। নমুনা দেওয়ার পর রিপোর্ট হতে পেতে ৭-২ ঘণ্টার মতো সময় লাগতে পারে। সেই রিপোর্টের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন রোগীকে কোন অ্যান্টিবায়োটিক কেন্দ্র মাত্রায় দিতে হবে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : একটানা আট-ন’ঘণ্টা ডেঞ্জে বসে কাজ করতে হয়। সারাদিন অফিসে বসে কাজ করি বলে শরীরে মেদ জমছে! এক্সারসাইজ করার সময় পাচ্ছি না! কয়েকটা সহজ উপায়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার কোন উপায় আছে কি?

উত্তর : সকাল সকাল অফিসে যাওয়ার তাড়া যে কোনও চাকুরিজীবিরই থাকে। তাই বলে সকালের খাবার না খেয়ে যাবেন না। বেলার দিকে অফিসে বেরোলে ভাত খেয়ে যেতে পারেন। এতে সারাদিন খিদে পাওয়ার প্রবণতা কমবে। তা ছাড়া সকাল সকাল কার্ভোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খেলে সারাদিন এনার্জির ঘাটতি হবে না। অফিসে প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর দশ মিনিটের ব্রেক নিতে পারেন। সেই সময় হাল্দি। অফিস ফ্লোর বা করিডরে হাঁটতে পারেন। ওই সময় কোনো কথা বলতে হলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটতে হাঁটতে বলুন। অফিস পাড়ায় সুন্দারু খাবারের দোকানে নিয়মিত খাওয়ার প্রবণতা না থাকলেই ভাল। অনেক সময় যদি থেকে থাকার নিয়ে যাওয়াটা ঝক্কির। কিন্তু মনে রাখবেন, বাড়ির খাবার আপনারকে সুস্থ রাখবে। রাত্তার খাবার খাটটা সম্ভব এড়িয়ে চলি ভাল। চ্যোরে বসেই হালকা স্ট্রেচিং করতে পারেন। হালকা ঘাড়ের ব্যায়াম করতে পারেন। এতে একনাগাড়ে বসে কাজ করার ক্লান্তি কমবে। সহকর্মীদের সঙ্গে টিপস শেয়ার করতে পারেন। অফিসে জিম থাকলে তো কথাই নেই! কাজের ফাঁকে ককোলেট, টিপস খাওয়া অভ্যাস ভাগ্য করুন। ড্রাইফ্রুটস বা লো ফ্যাট কুকিজ সঙ্গে রাখতে পারেন। খিদে পেলে অল্প করে খান সেগুলোই। আর কাজের মাঝে জল খেতে ভুলবেন না যেন। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক বা দুই স্টপেজ আগে বাস বা অফিসের গাড়ি থেকে নেমে পড়তে পারেন। এতে হাঁটার অভ্যাস তৈরি হবে। সপ্তাহে দু-একদিন অফিসের লিফট ব্যবহার না করে সিঁড়ি দিয়ে উঠুন।

প্রশ্ন : শীত এলেই আমার পা ফাটা শুরু হয়। শীতকালে আবহাওয়া শুষ্ক ও রক্ষ্ম হয়ে ওঠে, বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায়। এই কারণে ব্রুক ফেটে যায়। কখনো পা এত বেশি ফেটে যায় যে ব্যথা বা জ্বালা করে, ক্ষত হয়, ফাটা ব্রুক দিয়ে রক্তপাত হয়। হাটা ব্রুকে জীবাণুর সংক্রমণও হতে পারে। কিভাবে এর থেকে রেহাই পাব?

বারুদের বিস্ফোরণে বর্ষবরণ কোচবিহারে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ জানুয়ারি : সারা দেশ, সারা রাজ্য যখন বর্ষবরণে মাতোয়ারা। বছরের শুরুর দিনেই কোচবিহারে বর্ষবরণ হলো বারুদের স্তুপে। ২০২৩ বছরের প্রথম দিন রোমার আঘাতে গুরুতর আহত হল এক শিশু। নতুন বছরের নতুন সুখদিয়ের পর আনন্দ মাতোয়ারা ৮ থেকে ৮০ সকলেই। যখন আপামর জনসাধারণ সকালবেলায় প্রার্থনায় মগ্ন, যেন সারাটা বছর ভালো কাটে। ঠিক সেই সময় এক মর্মান্তিক ঘটনায় বর্ষবরণ হলো কোচবিহারে। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা বিধানসভার ১নং ব্লকের কেন্দ্রারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়শিমুলিতে বোমা ফেটে জখম চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্র। রবিবার সকালে আলু ক্ষেতে জল দেওয়ার জন্য মোটর লাগাচ্ছিলেন ধনপতি বর্মাণ। সেই সময় তার ভাইপো সহ কয়েকজন শিশু জলে নেমে খেলতে শুরু করে। ধনপতি বর্মাণ তাদের আলু ক্ষেত থেকে ধমক দিয়ে উপরে যেতে বলেন। সেই সময় সুজয় বর্মাণ ও তার বন্ধুরা ক্ষেত সংলগ্ন একটি জলাশয়ের ধারে দৌড়ে যায়এবং পড়ে থাকা একটি বস্তুকে বল মনে করে টিল মারে। তখনই ভয়ঙ্কর এক আগোজের কঁপে ওঠে সংগ্রহ এলাকা। আগোজ স্তনভে পেয়ে দৌড়ে ছুটে যান ধনপতি বর্মাণ। ততক্ষণে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সুজয় বর্মাণ। ঘটনার সাথে সাথেই এলাকাবাসী তড়িঘড়ি গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রথমে তাকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে চিকিৎসকেরা অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত পরিবারের লোকজন তাকে

দিনভর বর্ষবরণে মাতোয়ারা জেলা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১ জানুয়ারি : নানা অনুষ্ঠানে বছরের প্রথম দিনটি কাটলে হেঁচে করের। একদিকে, ধর্মীয় স্থানগুলিতে কোথাও বর্ষবরণের পূজো দেওয়া তো কোথাও আবার কল্লতরু উৎসব পালন। অন্যদিকে, বছরের প্রথম দিন তাও আবার রবিবার, ফলে নদীর ধার থেকে পিকনিক স্পটগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। এর সঙ্গে একসূত্রে মিলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন। ফলে সবমিলিয়ে রবিবার সকাল থেকে আনহাওয়ার গোমড়া ভাব কিংবা সুর্ঘ্যদেবের রাসারি দেখা না মিললেও তাকে ভোয়াল্লা না করেই শীতের জবুথবু ভাব কাটিয়েই গোট। দিনটিকে হৈ হৈ করে কাটানো সাধারণ মানুষ। এদিন বর্ধমান জেলার বিভিন্ন রামকৃষ্ণ আশ্রমগুলিতে কল্লতরু উৎসব পালিত হয়। পাশাপাশি রবিবার সকাল থেকেই বর্ধমানের দামোদর নদের চড়ে পিকনিকের ঢল নামে। পিকনিক করতে আসা দলগুলিতে কোথাও ঘুগনি মুড়ি, আবার কোথাও চপ, বেগুনি দিয়ে মুড়ি, বিরিয়ানি, মাস-ভাত খাওয়ার তোড়জোড় চোখে পড়েছে। তার সঙ্গে চলছে সাইও বক্স বাজিয়ে নাচগান। কচিকারীরা দামোদরের চড়েই চুটিয়ে ক্রিকেট খেলোছে। এরই মাঝে দেখা মিলেছে একেবারে চুইহাতি সিংহিলের কাঠ খেলে রান্না করতে। দামোদর নদে বর্ধমান শহরের পুরসভার লাকুড়িঁ জলকল মাঠেও জমে উঠেছে পিকনিকে। অন্যদিকে, এদিন সকাল থেকেই বর্ধমানের অখিঠাট্টী দেবী সর্বস্বদালা মন্দিরে সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। বাংলার নববর্ষের মতই ইংরেজী নববর্ষের সূচনাতোও পূজোর দেওয়ার জন্য ভিড় ছিল নজরকাড়া। বাদ যায়নি বর্ধমানের মিনি-রু জরনা বাগানও। এখানেও কচিকারীদের নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে ভিড় উপচে ওঠে। অন্যদিকে, ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনেই লাভের মুখ দেখল বর্ধমানের একাধিক সিনেমা হলও।

আদিবাসী মেলায় জমজমাট শুশুনিয়া

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১ জানুয়ারি : বছরের প্রথম দিনে উপচে পড়ল ভিড় শুশুনিয়া সলগ্ন শিউলিবনা গ্রামের আদিবাসী মেলায়। একটা সময় ছিল শাল-পিয়ালের ঘন জঙ্গল ভেদ করে সূর্যের আলোও ভাল ভাবে ঢুকতে পারত না। বনা জীবজন্তুরা ঘুরে বেড়াত এলাকায়। দিনের বেলাতেও কেউই জঙ্গলের আশপাশ ম্যাডেনে না। শুশুনিয়ার পাহাড় কোলে এমনই জঙ্গলের বুকে কিতাবে পড়ে উলল আদিবাসীদের গ্রাম শিউলিবনা, সেই কাহিনীই রবসমক্ষে আনল শমরিতা মঠা। জীববার থেকে শমরিতা মঠের উদ্যোগে শিউলিবনা গ্রামে শুরু হয়েছে আদিবাসী লোকসংস্কৃতির মেলা ‘খেরওয়াল তুসৌ’। আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর শিউলিবনায় বছরের শেষ মিন থেকে দু’দিন ব্যাপী মেলার আয়োজন করে থাকে শমরিতা মঠ। এ বছর ছিল মেলায় ২৭তম বর্ষ। বছরের শেষ ও প্রথম দিন শুশুনিয়ায় পর্যটকদের ঢল নামে। এই দু’টি দিনে পাছাড়ের সৌন্দর্যের পাশাপাশি মেলাতে গিয়েও টু মারেন বহু পর্যটক মঠের সম্পাদক ঋষিধ্বরা অনাহতা



শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। পরবর্তীতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে খুব দ্রুত এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন কোচবিহার জেলা পুলিশের অধিকারিকরা। প্রশ্ন উঠছে বারবার সন্ত্রাস কবলিত এই জেলার বিভিন্ন এলাকা কি তাহলে এখনও বারুদে স্তুপে রয়েছে? কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক বলেছিলেন, কোচবিহারের শীতলকুচি সংলগ্ন এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া রয়েছে। এর আগে লোকসভা ও বিধানসভা ভেট ও ভেট পরবর্তী যে হিসাব তাতেও বারবার বন্দুক ও বোমার ছবি সামনে এসেছে কোচবিহারে। সামনেই পঞ্চায়তে নির্বাচন, তবে কি তার আগে আবার জেলার বিভিন্ন অংশে তৈরি হচ্ছে বারুদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক? এ প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াচ্ছে

সাধারণ মানুষকে। যদিও এই প্রশ্নে কোচবিহার পুলিশ অধিকারিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আহত শিশুটি বর্তমানে বিপদ সীমার বাইরে জানিয়েছে পুলিশ। তাকে প্রথমে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হলেও তার পরিবারের লোকজন তাকে শিলিগুড়ি নিয়ে যান। প্রশ্ন হচ্ছে ন’বছরের একটি শিশুর বোমার আঘাতে গুরুতর অবস্থা অথচ পুলিশ সূত্রে খবর শিশু টি বিপদ সীমার বাইরে? পুলিশের অকর্পণতা ঢাকতেই কি এই ধরনের বক্তব্য! এই প্রশ্ন করছেন সাধারণ মানুষ। এই ঘটনার পর শিশুর সাথে থাকা অন্যান্য শিশুগুলিও রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছে। যদিও ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, এই সমস্ত ঘটনার সাথে

বিরোধীরা মুক্ত রয়েছে। শাসকদলকে আক্রমণ করার লক্ষ্যেই তারা এই বোমা মজুদ করেছিল। কেন তাহলে আগে থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করল না পুলিশ অথবা পুলিশের কাছে কি কোন খবর ছিল না? এই প্রশ্নে তিনি বলেন, পুলিশ-প্রশাসনের আরও তৎপর হওয়া প্রয়োজন ছিল আমরা দলগতভাবে এ বিষয়ে পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েছি যাতে আগামী দিনে এই সমস্ত বিষয়ে আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এক কথায় বিরোধীদের উপর দোষ চাপিয়ে দায় সারলো কোচবিহারের তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও ক্ষোভ উগারে দিয়েছেন বিরোধীরা। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপি তৃদ্বানগঞ্জের বিধায়িকা মালতি রাভা রায় বলেন, বিগত বছরে বোমা-বস্তুকে রক্তসাগর দেখেছি রাজ্যজুড়ে। শাসক দলের চরম সন্ত্রাসে প্রাণ গেছে বহু মানুষের। ২০২৩ আমরা আশা করেছিলাম নতুন বছর এক স্বচ্ছ বছর পাবে কোচবিহারবাসী কিন্তু দুর্ভাগ্য নতুন বছরের কিছু ঘটা পার হতেই আবার রক্তাক্ত কোচবিহার। আলু ক্ষেতে বোমা রয়েছে আর তাতেই রক্তাক্ত এক ন’বছরের শিশু। তিনি বলেন, জেলাতে তৃণমূল গোষ্ঠী কোদপলে জর্জরিত। আর গোষ্ঠী কোদপলের জেরে এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করতে আলু ক্ষেতে বোমা রেখেছিল। আসলে এখন আলু ক্ষেতে আলু চাষ হয় না, বোমা চাষ হয়। রীতিমতো পুলিশের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, প্রশাসন কোথায় ছিল? অবিলম্বে পুলিশ মন্ত্রী পদত্যাগ করা উচিত এই ন্যায়ারজনক ঘটনায়। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং শিশুটি দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। যেভাবে বছর শুরুর প্রথম দিন রক্তাক্ত হলো কোবিবিহারের মাটি তাতে আগামী দিনের কঠটা সুরক্ষিত সাধারণ মানুষ তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর প্রশ্ন।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

সৃজিত দত্ত, জামালপুর, ১ জানুয়ারি : রাজ্যে সিপিএমের সাথে লড়াই করার জন্য ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে ১ লা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন করেন নেত্রী মমতা। বন্দোপাধ্যায়। তারপর গন্ডা দিয়ে ব্যয়ে গেছে অনেক জলা। আজ লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। আজকের এই দিনটিতে প্রতি বছর দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। একদিকে বর্ষবরণের দিন তার সাথে দলের জন্মদিন স্বরিকভাবেই কম্বী-সমর্থকদের মধ্যে আলাদা এক গানদ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এই দিন। সারা রাজ্যের সাথে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা উত্তোলন করে মতা সমারোহে দলের জন্মদিবস পালন করা হয়। দলের পতাকা উত্তোলন করেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মারি, ব্লক সভাপতি মেহেতুদ খান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিকা। একই সাথে আইএনটিটিইউসি-র পতাকাও উত্তোলন করেন আইএনটিটিটিইউসি-র ব্লক সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল ও সহ সভাপতি লালু পাড়া। আজকের এই অনুষ্ঠানে দলের শাখা সংগঠনের সকল সভাপতি, প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই পূণ্য দিনে প্রায় ১০০ জন অসহায় মানুষের হাতে শীতের কব্বল তুলে দেওয়া হয়। অলোক



কুমার মারি বলেন, দলীয় নির্দেশে আজ দলের জন্মদিবস পালন করে কিন্তু অসহায় মানুষের হাতে কব্বল তুলে দেওয়া হলো। কারণ তৃণমূল দল সবসময়ই সাধারণ মানুষের পাশে থাকে। দলের নেত্রীকে দেখেই তারা এই শিক্ষা পেয়েছেন। মেহেতুম খান বলেন, দলীয় নির্দেশে তাঁরা আজ দলের কার্যালয়ে দলের জন্মদিবস পালন করলেন। অনেক লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দল আজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনি উপস্থিি সকলকে শুভেচ্ছা জানান। ভূতনাথ মালিক বলেন, দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে তারা ব্লকের দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে তারা দলের জন্মদিন পালন করলেন। দলের জন্মদিনে তিনি সকল কম্বী-সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানান। বিধায়ক, ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ব্লকের সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান।

জনসভার আগে শুভেন্দুর ফ্লেক্স হেঁড়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১ জানুয়ারি : শুভেন্দু অধিকারীর ফ্লেক্স হেঁড়ার অভিযোগ উঠল বালুরঘাটে। এবিষয়ে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রাতে অন্ধকারে ফ্লেক্স ছিঁড়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। ৬ জানুয়ারি বালুরঘাটে বিজেপির তরফে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। থানার সামনে আয়োজিত হতে চলা ওই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সভাকে ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে শহরে। সভা সফল করতে বিজেপির তরফে জোরদার প্রচা করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বালুরঘাট শহরে ঢেকার পথে বিজেপি নেতাদের ছবি সংবলিত তোরণ তৈরি করা হয়েছে। সেটির একদিকে সুকান্ত আর অন্যদিকে রয়েছে শুভেন্দুর ছবি। কিন্তু এদিন সকালে দেখা যায়, তোরণের বিরোধী দলনেতার ছবি নেই। বিজেপির অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে তৃণমূল ওই ফ্লেক্স ছিঁড়েছে। দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানান, বিজেপির উত্থানে তৃণমূল ভয় পেয়েছে। তাই ফ্লেক্স ছিঁড়ে নোংরা রাজনীতি করছে। যদিও তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দলের জেলা কো-অর্ডিনেটর সুভাষ চাকি জানান, তৃণমূল এরনের নোংরা রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। বিজেপি প্রচার পুষ্টে এরকম অভিযোগ করে থাকে।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে গুণীজন সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১ জানুয়ারি : আজ তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মেমারি বিধানসভার বিধায়ক অফিসে গুণীজন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত বর্ধিয়ান ব্যক্তি সহ তিনজন সাংবাদিককে সংবর্ধনা দেন। মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য শিক্ষক, রাজনীতিক সহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদানের কথা স্বীকার করে নিয়ে তিন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত এই গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে মেমারি ১ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ২০২৩ সালের ক্যালেন্ডার উদ্বোধন করা হয়। বিধায়ক অফিসে গুণীজন সংবর্ধনা শেষে মেমারি নতুন বাসসড়িতে শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এলাকার সকল সাংবাদিক, নির্মাণ কর্মী, শিক্ষক সহ বিভিন্ন পেশার মানুষদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি স্বপন ঘোষাল, সহ-সভাপতি আশীষ ঘোষ দস্তিদার, আইএনটিটিইউসি শহর সভাপতি শেখ আরারাক আলী, জেলা ছাত্রসং সভাপতি মুকেশ কর্মী সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব শর্মা সহ বিভিন্ন সেখানে সাংবাদিকরা তাদের বক্তব্যে তাদের মনের কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে উঠে আসে সাংবাদিকদের নিয়ে রাজনৈতিক মেরুকরণ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে।

দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের অভিযোগে ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১ জানুয়ারি : ফের স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে আটকে দুঃসাহসিক ছিনতাই। তবে শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল বমাল। উদ্ধার হল জিনিসপত্র। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে লাউদোহার ইছাপুর এলাকায়। যদিও ঘটনার কয়েকদিন পর ৫ দুষ্কৃতী গ্রেফতার হয়। তারপর এদিনের ঘটনায় খবর চাউর হতেই রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। যদিও পুলিশ উখড়া বাজারের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্তে নামে। পুলিশি তৎপরতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছিনতাইকারীদের সন্ধান পায় পুলিশ।

ছিনতাইয়ে যুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করে। ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় দুটি বস্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম কৃষ্ণ ঘোষ, সুজন বাউরি ও কিরণ রুইসাঁ। যার মধ্যে একজন বাঁকুড়ার বাকি দুজন দুর্গাপুরের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া প্রায় সব কিছু উদ্ধার হয়। রবিবার ধৃতদের দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

২০২৩ টি ডুব দিয়ে বর্ষবরণ



দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১ জানুয়ারি : প্রবল ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেই ২০২৩টা ডুব দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানেন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা সদানন্দ। যুবক সদানন্দ দত্ত বিগত সাত বছরের মতো এবারও নিজর তৈরি করলেন। স্থানীয় মানুষই নয়, নতুন বছরে মন্দির নগরীতে বেড়াতে এসে অভিনব এই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে পেরে খুশি পর্যটকেরাও। অভিনব এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান দেখতে লালবাধের পাড়ে হাজির ছিলেন অসংখ্য মানুষ। মুহূর্মুহ করতালির মধ্য দিয়ে সদানন্দ দত্তকে উৎসাহিত করলেন সকলে। বর্নিন্দ্র ১৫ ডিগ্রী তাপমাত্রা আর ঘন কুয়াশাকে উপেক্ষা করে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে হাজির শহরের ঐতিহ্যবাহি লালবাধে। আর স্বাভাবিক নিয়মে পুরানোকে বিদায় জানিয়ে নিজেরের মতো করে নতুনকে স্বাগত জানান সকলেই। তাই প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কনকনে ঠাণ্ডা জলে ডুব দিয়ে স্বাগত জানালে তিনি।

DHANIAKHALI PANCHAYAT SAMITY DHANIAKHALI::HOOGHLY "Undersigned invites E-NIT No. 423/DMK-PS/ENG/2022" Dated: 31/12/2022 for some civil work in the bye lane of S.N. Chatterjee Road near Pr.No. 51 & 43/7 etc. in ward no. 130. Estimated cost (incld. GST & CESS): Rs. 1,95,576.58. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of completion: 15 Days. Last date of submission of bid: 14.01.2023 upto 11.00 a.m. Tender will be opened on: 16.01.2023 at 11.00 a.m. The bid forms and other details are available on and from: 04.01.2023 from 5.00 p.m. from the website: https://etender.wb.nic.in
The Executive Engineer (Civil)/Br-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work: NIT No. : KMC/XIV/130/065/22-23/R Name of work : Maintenance of U/G sewer in the bye lane of S.N. Chatterjee Road near Pr.No. 51 & 43/7 etc. in ward no. 130. Estimated cost (incld. GST & CESS): Rs. 1,95,576.58. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of completion: 15 Days. Last date of submission of bid: 14.01.2023 upto 11.00 a.m. Tender will be opened on: 16.01.2023 at 11.00 a.m. The bid forms and other details are available on and from: 04.01.2023 from 5.00 p.m. from the website: https://etender.wb.nic.in
The Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work: NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/144/087/22-23 Name of work : Const. of C.C Road by providing eucalyptus bullsh piling at Velo Para near H/O A. Mondal in ward no. 144. Estimated cost (including GST & CESS): Rs. 4,92,964.29. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of completion: 30 Days. Last date and time of submission of bid: 16.01.2023 at 12.00 noon. Tender will be opened on: 18.01.2023 at 12.00 noon. The bid forms and other details are available on and from: 06.01.2023 at 5.00 p.m. from the website: https://etender.wb.nic.in
The Executive Engineer (C)/Br-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: 1. NIT No. : KMC/EE(C)/VII/65/56/2022-2023/D Name of work : Repairing of footpath at Ashutosh Chowdhury Avenue (disturbed by JIO) in W/65. Estimated cost (including GST & CESS): Rs. 1,48,674.50. Earnest Money: Rs. 3,000.00. 2. NIT No. : KMC/EE(C)/VII/65/57/2022-2023/D Name of work: Repairing of passage at 11, Tiljala Shibtaita Lane (disturbed by JIO) in W/65. Estimated cost (including GST & CESS): Rs. 1,64,948.95. Earnest Money: Rs. 3,300.00. Period of completion: 30 Days (for sl.no. 1 & 2). Last date and time of submission of bid: 16.01.2023 up to 11.00 a.m. (for sl.no. 1 & 2). Tender will be opened on: 12.01.2023 at 11.00 a.m. (for sl.no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from: 31.12.2022 at 6.00 p.m. (for sl.no. 1 & 2) from the website: https://etender.wb.nic.in (for sl.no. 1 & 2). The Executive Engineer (Civil) - BR-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: 1. NIT No. : EEI(C)/M07/31/2022-2023 Name of work : Repairs to damaged Asphaltum Road (disturbed by W/S Department & others) at 39, 42, D.C. Mukherjee St. Annada Neogi Ln. Ananda Chatterjee Ln and other places in ward no.-007. Estimated cost (including GST & CESS): Rs. 1,95,035.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of completion: 60 Days. 2. NIT No. : EEI(C)/M07/33/2022-2023 Name of work: Restoration of IPS pavements at 1/A, P-12 etc Sarkar Bari Lane and other places in ward no.-007. Estimated cost (including GST & CESS): Rs. 2,93,591.00. Earnest Money: Rs. 6,000.00. 3. NIT No. : EEI(C)/M02/39/2022-2023 Name of work : Relaying of KERB and Channel at 48/R, 49, B.T. Road and its surrounding areas in ward no.-002. Estimated cost (including GST & CESS): Rs. 1,99,879.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of completion: 21 Days (for sl.No. 2 & 3). Last date and time of submission of bid: 13.01.2023 at 11.00 a.m. (for sl.no. 1 to 3). Tender will be opened on: 16.01.2023 at 11.00 a.m. (for sl.no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from: 03.01.2023 at 5.00 p.m. (for sl.no. 1 to 3) from the website: https://etender.wb.nic.in (for sl.no. 1 to 3). The Executive Engineer (C)/Borough-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works: 1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-III/035/50/22-23 (1st call) Name of work : Repairing of road surface by laying hot asphaltum mixture at 1 to 21 Kavi Sukanta Sarani, 60-67 Suren Sarkar Road and different places in ward no. 033 & 035. Estimated cost (including GST & CESS): Rs. 1,83,563.53. Earnest Money: Rs. 3,680.00. Period of completion: 40 Days. 2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-III/035/34/22-23 (1st call) Name of work : Improvement of IPS and concrete passage and relaying KERB Channel at R.M.D.G. Lane 52, 53 C.P Road, Suren Sarkar Road and different location in ward no. 033. Estimated cost (including GST & CESS): Rs. 2,76,668.92. Earnest Money: Rs. 5,540.00. Period of completion: 45 Days. Last date and time of submission of bid: 11.01.2023 at 12.00 noon (for sl.no. 1 & 2). Date and time of opening of bid: 13.01.2023 at 12.00 noon (for sl.no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from: 03.01.2023 at 5.00 p.m. (for sl.no. 1 & 2) from the website: https://etender.wb.nic.in (for sl.no. 1 & 2).

